দিগ্বিজয়ী

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

প্রাপ্তিস্থান : ডি. এম্. লাইব্রেরী
৪২ কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রাবণ, ১৩৫৯

আড়াই টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅরুণ কুমার চৌধুরী
১এ নন্দলাল বসু লেন, কলিকাতা—৩

মুদ্রাকর—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস, ১৮৭। সি আপার
সারকুলার রোড, কলিকাতা—৪।

উৎসর্গ

নাট্যজগতে দিগ্বিজয়ী বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

মহাশয়ের করকমলে

শিশিরবাবু,

এনাটক আপনিই লিখতে ব'লেছিলেন, নামকরণেও আপনার ইঙ্গিত ছিল। আমি কোনো গতিকে নাটকখানিকে পাঠকসমাজে বার ক'রলাম ; কিন্তু শুধু পাঠেই তো নাটকের পরিপূর্ণ ও সমগ্র রূপটি ধরা পড়ে না। আপনি স্বেচ্ছায় এর পোষণ ও পালনের ভার নিয়ে একে স্বাস্থ্যবান্, সতেজ ও জীবন-রসমণ্ডিত ক'রে তুলেছেন। সুতরাং, নাটকখানির উপর আপনার অধিকার আমার চেয়ে একটুও কম নয়। মহাকবির উক্তি দিয়েই আমি আমার যুক্তি সমর্থন ক'রলাম,—"স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ"। আপনাকে বেশী কিছু লেখা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। ইতি

গুণমুগ্ধ

যোগেশদা

নিবেদন

"দিগ্বিজয়ী" নাটকখানি ঐতিহাসিক হইলেও ইহার মূল ভাবটা (Theme) চিরন্তন; সেইজন্য ইহার কোনো ঐতিহাসিক নাম ("নাদির শাহ্") দিলাম না। তথাপি, ইতিহাসের যে সুপ্রসিদ্ধ চরিত্র এবং যে-সকল ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

যাঁহারা স্কুলপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাঁহাদের চক্ষে নাদিরশাহ্ শুধু নরহন্তা দস্যুমাত্র। কিন্তু নাদিরের জীবন যথার্থই অপূর্ব্ব—তাঁহার চরিত্রে সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া সত্যই সুকঠিন! নাদির একহাতে গড়িয়াছেন, আবার আর এক হাতে ভাঙিয়াছেন—ঐতিহাসিক শুধু আভাস দিয়া গিয়াছেন মাত্র। দেশজয় ও জাতি-গঠনের দিক দিয়া স্যার মর্টিমার ডুর‍্যাণ্ড্ (Sir Mortimer Durand) নাদিরকে বীরকেশরী 'নাপলেঅঁ'-র (Napoleon) সহিত তুলনা করিয়াছেন। ইতিহাসে নাদিরের নিষ্ঠুরতার যে-সকল নিদর্শন আছে, তাহাতে একমাত্র 'নীরো'র (Nero) সহিত তাঁহার তুলনা করা যায়। এই সকল অতিমানবের জীবনকথার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ব্যক্তি, দেশ ও জাতির মর্ম্মকথা আসিয়া পড়ে এবং নাটকও বিনা আয়াসে "ঐতিহাসিক নাটক" হইয়া উঠে। সে হিসাবে "দিগ্বিজয়ী" ঐতিহাসিক নাটক। কিন্তু এ কথাটা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, নাদিরের জীবনের যে তত্ত্বকথা (Philosophy) আমি এই নাটকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা ইতিহাসবিরোধী নয়।

নায়ক ইতিহাসবিশ্রুত শক্তিমান্ পুরুষ। ঐতিহাসিক গবেষণার দিক্ দিয়া না হইলেও নাটক লিখিবার দিক্ দিয়া তাঁহার ও তাঁহার সমসাময়িক ঘটনাবলীর ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য নয়। নাটকের অনেক চরিত্র এবং দৃশ্যও ঐতিহাসিক। কোনো স্থলেই আমি ইচ্ছা করিয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করি নাই এবং নাটকের বাহিরের ঐতিহাসিক রূপটীকেও অবহেলা করি নাই। তবে, ঔপন্যাসিকের ও নাট্যকারের স্বাধীন কল্পনায় যে চিরন্তন অধিকার আছে, তাহা আমি অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছি।

ঐতিহাসিক স্যার মর্টিমার ডুর‍্যাণ্ড ইতিহাস ও কিংবদন্তী মিশাইয়া নাদির শাহের একখানি সুখপাঠ্য জীবনী লিখিয়াছেন। নাটকের গল্পাংশ-গঠনে আমি দু'এক স্থলে সেই পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি। ঐতিহাসিকের নিকট হয়তো কিংবদন্তীর তেমন মূল্য নাই, কিন্তু ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের নিকট আছে। নাটকের সমগ্র রূপ ও চরিত্রসৃষ্টি এবং আরও অনেক বিষয় আমার নিজস্ব। তাহার জন্য গুণ-দোষ সম্পূর্ণতঃ আমারই।

নাটক এবং উহার অভিনয় সম্পূর্ণরূপে যুগোপযোগী করিবার জন্য আমি আধুনিক নাট্যরচনারীতি (Ibsenian Technique) অবলম্বন করিয়াছি ; কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচারের ভার সহৃদয় পাঠক ও দর্শকের উপর।

নাট্যরূপকে যথাসম্ভব সরল, সুন্দর ও অবশ্যম্ভাবী (Inevitable) এবং উহার গতিকে সাবলীল ও শোভন করিবার জন্য সুহৃদ্বর সাহিত্যিক শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যরসিক শ্রীসুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী আমায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। অভিনয়ের দিক্ দিয়া নাটকখানির—ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, জাতিগত ও ভাবগত—সমগ্র রূপই শিশিরবাবুর পরিকল্পনা। অবাস্তব ভাব, অর্থাৎ 'Airy Nothing'কে কি করিয়া রূপে রসে রঙে মূর্ত্ত ও প্রাণবন্ত

করিয়া তুলিতে হয়, তাহা তাঁহার চেয়ে বেশী কে জানে? তিনি তাঁহার পূর্ণশক্তি ও প্রয়োগনৈপুণ্য দিয়া নাটকখানিকে জীবন্ত করিয়াছেন। বন্ধু শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায় ও শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ইহার প্রূফ্ দেখার ভার লইয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহারা এভার না লইলে এত শীঘ্র পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না। ইঁহাদের সকলের নিকট আমি সর্ব্বতোভাবে কৃতজ্ঞ।

বিশেষ চেষ্টা সত্বেও তাড়াতাড়ির জন্য পুস্তকে কিছুকিছু ত্রুটী রহিয়া গেল। বারান্তরে তাহা সংশোধন করার ইচ্ছা রহিল। ইতি

৫০।২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট;
কলিকাতা।
আটাশে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

নাদির শাহ্	...	ইরাণের (পারস্যের) সম্রাট্
রেজাকুলী খাঁ	...	নাদিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র
নাসিরকুলী খাঁ	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
মির্জ্জা রুখ্	...	ঐ পৌত্র (রেজার পুত্র)
আলি আকবর	...	ঐ রাজস্বসচিব (ইরাণী অভিজাত)
সালেহ্ বেগ	...	ঐ যুদ্ধসচিব (খোরাসানীপল্লীবাসী, নাদিরের বাল্যবন্ধু—আদর্শবাদী)
আহ্মেদ খাঁ আবদালি	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ (নাদিরের পরবর্ত্তী "আফ্গান"-ভারতবিজয়ী)
মির্জ্জা মেহেদী	...	ঐ সভাসদ্ ও শাস্ত্রব্যাখ্যাতা (শিয়া)
মোল্লাবাসী	...	ঐ সভাসদ্ ও প্রধান মোল্লা (সুন্নি)
আগাবাসী	...	ঐ খোজা-সর্দ্দার
মৌলানা রহমৎ খাঁ	...	খোরাসানের পল্লীযুবক (সালেহ্ বেগের ছাত্র)
নেক্কদম	...	য়ুসুফ্জাই সৈনিক-পুরুষ
মহম্মদ শাহ্	...	ভারতের মোগল-সম্রাট্
আসফ্জা (নিজাম-উল্-মুল্ক্ চিন্-ক্লিচ্-খাঁ)	...	ভারতেশ্বরের উজীর (নিজাম-বংশের প্রতিষ্ঠাতা)

হিন্দু-জ্যোতিষী, বান্দা, উজ্বেগী ও তুর্কী হাবিলদার, সংবাদদাতা, নগরবাসিগণ, বিভিন্নজাতীয় সৈন্যগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী

সুলতানা বেগম	...	নাদিরের প্রথমা বেগম (নাইশাপুরের শাসনকর্ত্তার কন্যা)
সিরাজী	...	ঐ দ্বিতীয়া বেগম (ইরাণের অভিজাত-বংশীয়া, আলি আকবরের ভগিনী)
সিতারা	...	রাজপুত-নারী (প্রথমে ক্রীতদাসী, পরে নাদিরের প্রধানা বেগম)

ভারতনারী, বাঁদী, সাকি ও ক্রীতদাসীগণ।

মঙ্গলাচরণ-গীতি

নমো সকল জাতির বিধাতা—
হে মঙ্গলময়, সঙ্কট-ত্রাতা!
যুগে যুগে তুমি প্রকট নূতন রূপে—
দেশ ধর্ম্ম নীতি বিকাশ স্বরূপে—.
বোধ-অতীত তব পরম অনুভূতি
জাতি-মঙ্গল, মানব-চির-প্রীতি—
দীন কবি যাচে হে বর-দাতা॥

ঝুনু। ধন্যবাদ বুল্টু! 'আমাদের দল'-এর জন্যে তোমার এই কষ্ট-স্বীকারের কথা 'আমাদের দল'-এর ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।—কিন্তু এটা কি হয়েছে বুল্টু?

বুল্টু। কোন্‌টা?

ঝুনু। তোমার মার নামে তেষট্টি নয়া পয়সা লেখা রয়েছে কেন? আমাকে যে বললেন, পুরো বারো আনা দিয়েছি?

বুল্টু। বললেই হল? তোমাকে অমনি বলতে গেল মা?

ঝুনু। বাজে কথা ছাড়্‌। বারো নয়া পয়সা কি করলি বল্‌?

রতন। একটু আগে ও' বীরুময়রার দোকানে ব'সে ছানাবড়া খাচ্ছিল রে ঝুনু। নিশ্চয়ই ঐ বারো নয়া পয়সায়।

ঝুনু। বুল্টু?

বুল্টু। সত্যি বলছি,—

ঝুনু। বুল্টু?

বুল্টু। আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে, কাল দিয়ে দোব বার নয়া পয়সা; —তাহলেই তো হবে?

[সকলে হো হো করে হেসে উঠল

ঝুনু। (আবার চাঁদার খাতা পড়ছে)—নন্তুর বাড়ি থেকে মোট এক টাকা তিপ্‌পান্ন নয়া পয়সা, অনিমেষের বাবা দু-টাকা,......হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ (পাতা উল্টোতে উল্টোতে)........সবসুদ্ধ কত হয়েছে টোট্যালটা দিয়েছিস বিজু?

বিজু। তাই তো দিচ্ছিলুম।

ঝুনু। (খাতাটা বিজুকে ফেরৎ দিয়ে) চট্‌ করে দে।

[ঝুনু তক্তাপোষ থেকে উঠে দাঁড়াল
গোপাল ব'লে ছোট্ট একটা ছেলে নিশে
তৈরি করছিল ; সে বলল,—]

গোপাল। ঝুনুদা ?

ঝুনু। (আদর ক'রে তার মাথা নেড়ে দিয়ে) কী দাদা ?

গোপাল। এবারে ন'পাড়ার ক্লাবের মতন জলে হাঁস ভাসাবে ?

ঝুনু। দাঁড়া, আগে কত চাঁদা উঠল দেখা যাক। বিজু, টোট্যাল দে চট্‌পট্‌।

তাপস। (কাগজের শিকলি গড়তে গড়তে) ঝুনুদা, আমাদের থিয়েটারের সাজ-পোশাকের কি হবে ?

ঝুনু। সাজ-পোশাকের ভাবনা ? সকলকার বাড়ি থেকেই জোগাড় হয়ে যাবে সব। মাদের বেনারসী শাড়ি, ব্লাউজ, ওড়না এইসব দিয়ে দেখিস না,—ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে সব।

গোপাল। আর, নারদের দাড়ি ? শিবের জটা ? বাঘছাল ? সে সব ? সে সব কোথায় ?

রতন। দুর্‌ বোকা ! সে সব তো কবে জোগাড় হয়ে গেছে। রুণু-ঝুনুর বড়দা পরশুদিন কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছে না !

গোপাল। আই বাপ্‌ ! সত্যিকারের বাঘছাল ?

ঝুনু। বিজু, টোট্যালটা হল ? কি করে তুই অঙ্কে আটানব্বই পেয়েছিলি রে ?

বিজু। এই যে,······ছ'দুগুণে বারো আর পাঁচে সতেরো, সতেরো আর তিন-এ কুড়ি······

মানিক। ঝুনুদা, ছুলের দাছু চাঁদা দিয়েছেন ?

তাপস। তার চেয়ে বল্ না,—কুম্ভকর্ণের অনিদ্রা হয়েছে—সূর্য পশ্চিম দিকে উঠেছে—বুল্টুর ছানাবড়ায় অরুচি ধরেছে ?

বুল্টু। আহা, নিজে যেন ছানাবড়া খাস না ? অত যদি ইয়ে তো আমার কাছে চাস কেন ? সাধিস কেন ?

তাপস। সাধলে তুই দিস ?

বুল্টু। আজকে তোকে দিইনি ?

তাপস। সে তো একটা। কেপ্‌পন কোথাকার ! বড় হলে ছুলের দাছুর চেয়েও তুই কেপ্‌পন হবি বলে দিলুম !

ঝুনু। ছুলে ?

ছুলে। উঁ ?

ঝুনু। এবার তুম্‌কো দাছুকো চাঁদা দেনে হোগা। কুছ্ বাৎ নেহি চলে গা। নইলে সরস্বতী পূজোর থিয়েটার থেকে তোমার পার্ট কেড়ে নেওয়া হবে। নো চাঁদা, নো পার্ট।

ছুলে। বা-রে ! দাছু চাঁদা না দিলে আমি কি করব ?

প্যালা। কাঁদবে। রাগ করে ভাত খাবে না।

নিতাই। তাতে ওর দাছু খুশিই হবেন। একদিনের ভাতের খরচা বেঁচে যাবে।

ঝুনু। উফ্ ! ছুলুরে, তোর দাছু যদি আমার দাছু হতেন না, তাহলে আমি কি করতুম জানিস ?

বুল্টু। কি করতে গো ঝুনুদা ?

ঝুনু। আমি সর্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার

করে বলতুম,—হে টেকো, গুঁফো, খেঁকুরে, হাড়-কেপ্পন শ্রী বংশীবদন পাকড়াশী, নিজেকে তোমার পৌত্র বলিয়া পরিচয় দিতে আমি ঘৃণা বোধ করি ; তীব্র ঘৃণা বোধ করি। হায়, তোমার কি লজ্জা ঘৃণা কিছুই নাই? কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা লইয়া সিন্দুক ভরাইয়া রাখিয়াছ, অথচ আমাদের এই 'আমাদের দল' নামক ক্লাবে এক নয়া পয়সাও চাঁদা দিতেছ না। ইহা কি উত্তম কার্য হইতেছে? তোমার পরণের খাটো ধুতির গন্ধে ভূত পালায়, তোমার কাঁধের গামছার গন্ধে সুন্দরবনের ব্যাঘ্র জ্ঞানহারা হয়, তোমার দাড়িতে উকুন বাসা করিয়াছে, তোমার······

দুলে। ও আমিও বলতে পারি। খুব বলতে পারি। ও বলার আর কি আছে কি? (বলতে বলতে দুলে সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাতমুখ নেড়ে চোখ বুজে খুব ভাব দিয়ে হেলে দুলে বলতে লাগল
হে টেকো, গুঁফো, খেঁকুরে, হাড়-কেপ্পন শ্রী বংশীবদন পাকড়াশী,······

[ঠিক এই মুহূর্তে স্বয়ং বংশীবদন এসে ঢোকেন। ছেলেদের তো দেখেই চক্ষুস্থির। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে একধারে সরে দাঁড়ায়। দুলে কিন্তু তার দাদুর আবির্ভাব একটুও টের পায়নি। সে চোখ বুজে তেমনি বলেই চলে, এবং বংশীবদন ঠিক তার পিছনটিতে এসে দাঁড়ান।]

দুলে। ···তোমার পরণের ধুতির গন্ধে ভূত পালায়, তোমার দাড়িতে

উকুন বাসা করিয়াছে,—নিজেকে তোমার নাতি বলিয়া পরিচয় দিতে আমি ঘৃণা বোধ করি ; তীব্র ঘৃণা বোধ করি।

(পিছন থেকে বংশীবদন দুলের কান ধরলেন।)

বংশী। বোধ করাচ্ছি বাঁদর কোথাকার ! দল বেঁধে এইসব শিক্ষে হচ্ছে ! য়্যাঁ ? ইস্টুপিট্, ছুঁচো,—নগদ আট আনা মাইনের পাঠশালায় পড়ে এইসব বিদ্যে শিখছ ?

ঝুনু। (এগিয়ে এসে) আচ্ছা, শুধু শুধু ও-বেচারাকে বকছেন কেন বংশীদাদু ?

বংশী। চুপ্ করো হে ডেঁপো ছোকরা।—শুধু শুধু !

ঝুনু। হ্যাঁ বংশীদাদু, শুধু শুধু।

বংশী। শুধু শুধু ! একে তুমি বল কিনা শুধু শুধু !—সকলের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার ক'রে···

ঝুনু। চিৎকার তো করতেই হবে বংশীদাদু। থিয়েটারের পার্টের রিহার্সাল দিতে গেলে চিৎকার না করলে চলবে কেন বলুন ! দুলে পার্ট মুখস্থ করছে।

বংশী। চোপ্‌রাও ! কানে একটু কম শুনলেও আমি কালা নই। —পার্ট মুখস্থ ! বংশীবদন পাকড়াশী কার নাম ? আমার সঙ্গে এয়ার্কি ?

ঝুনু। বংশীবদন পাকড়াশী আবার কখন শুনলেন আপনি ? নাঃ, আপনার কানদুটো এবার একেবারেই গেছে দেখছি। বংশীবদন পাকড়াশী আবার কে কখন বলল ? কি মুস্কিল !

বংশী। তবে কি নাম বলল ?

ঝুনু। বংশলোচন চাপরাশী।—তাই না রে ডুলে ?

ডুলু। (ভয়ে কথাটা ঠিক শুনতে না পেয়ে) হ্যাঁ, তাই তো। বাদ্যবাদন চাপদাড়িই তো বললুম।

ঝুনু। আঃ! বাদ্যবাদন চাপদাড়ি নয় ডুলু,—তুমি তখন বলেছিলে বংশলোচন চাপরাশী। নাঃ, তোমার দেখছি এখনও ঠিক পার্ট মুখস্থ হয়নি। নাও, আবার গোড়া থেকে বলো। বলো,—হে টেকো, গুঁফো,—বলো—

ডুলে। (ভয়ে ভয়ে) হে টেকো, গুঁফো, হাড়-কেপ্‌পন্‌ কংশভূষণ গড়গড়ি, আমি তোমায়—

(ছেলেরা পিছনে সবাই মুখ টিপে হাসছে।)

ঝুনু। আঃ ডুলু,—কংশভূষণ গড়গড়ি নয়,—

ডুলে। ও-হো, বংশীবদন পাক······থুড়ি, বাদ্যবাদন, না না, গন্ধমাদন, না না ·····

ঝুনু। বংশলোচন। বংশলোচন চাপরাশী। তুমি বারবার ভুল করে ফেলছ ডুলু। বারবার মুখস্থ করো। বংশলোচন চাপরাশী, বংশলোচন চাপরাশী,—

ডুলে এবং সকলে সমস্বরে। বংশলোচন চাপরাশী।

বংশী। 'এয়ার্কি! ফাজলেমো! নষ্টামি!—টেকো, গুঁফো, গামছায় গন্ধ;—আমি ছাড়া কে ?

ঝুনু। এই দেখুন, আপনি শুধু ঐ টেকো আর গুঁফোটাই শুনলেন। হাড়-কেপ্‌পন্‌ কথাটা শুনলেন না। আপনি কি হাড়-কেপ্‌পন্‌ ?

বংশী। উঁহু, মোটেই না। সে কথা আমার অতিবড় শত্তুরেও

বলতে পারবে না। দস্তুরমতন রোজ এব্‌লা-ওব্‌লায় দুই নাতি-দাদুতে পাঁচ নয়া পয়সার বাতাসা খাই, তিন নয়া পয়সার দই খাই, তাছাড়া তোমার গিয়ে ভাতে-ভাত তো আছেই।

রতন। তবে দাদু? তবে? আপনি হলেন গিয়ে একজন দিল্‌-দরিয়া মুক্তকচ্ছ মানুষ।

ঝুনু। মুক্তকচ্ছ নয় রতন,—মুক্তহস্ত। মানে, হাতখোলা, মানে দাতা, মানে দানবীর, মানে পয়সা যাঁর কাছে হাতের ময়লা, মানে কেউ চাইলেই চট্‌ করে যিনি দু-চারটাকা দান করে ফেলেন, কোনও ক্লাবের ছেলেরা যদি—

বংশী। আমি চলি গো,—বাড়ি ফেরবার তাড়া আছে বড়।

ঝুনু। আচ্ছা বংশীদাদু?

বংশী। আঃ, পেছু ডাকিস্‌ কেন রে ছোঁড়া?

রুণু। পেছু ডাকলে বসতে হয় দাদু।

বংশী। (তক্তাপোষে গিয়ে বসতে বসতে) তোর ঐ ছোট ভাইটা ঠিক তোর মতনই ফাজিল হয়েছে, বুঝলি ঝুনু।

রতন। ও-বেচারা তো ভাল কথাই বলেছে দাদু।

বংশী। যাক্‌ গে, তোমার কি বলবার আছে, বলে ফেল।

ঝুনু। আচ্ছা দাদু,—জীবন তো দু-দিনের?

বংশী। হুঁ।—পদ্মপত্রে নীর। দু-দিনের মায়ার খেলা।

ঝুনু। তা' সেই দু-দিনের জমানো পয়সা, সে তো নিতান্তই তুচ্ছ?

বংশী। (উঠে পড়লেন) চলি গো।—চিনির ঠোঙাটাকে জালের আলমারির মধ্যে তুলে রাখতে ভুলে গেছি। এতক্ষণে পিঁপড়ে

ব্যাটারা কি আর তার থেকে দু-তিনটে দানা মুখে করে নিয়ে না গেছে ভেবেছ! —(যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে) —ও দুলে, যাবি তো? তোর জলখাবারের বাতাসাটা খাবি তো?

রুণু। ও আমার আর দাদার সঙ্গে আমাদের বাড়িতেই খেয়ে নিয়েছে দাদু।

বংশী। বাঃ, সোনা ছেলে, চাঁদ ছেলে,—জলখাবারটা তাহলে রুণু-ঝুনুর মার কাছ থেকে বেশ পেট ভরেই খেয়ে নিয়েছ তো দাদু? তাহলে আজ আর হাঁড়িতে তোমার চাল নেব না।—আচ্ছা, চলি তাহলে।

[এই সময় ঝুনুর ইসারায় হেবো এসে চাঁদার বিল-বইটা বাড়িয়ে ধরে।]

বংশী। কী ওটা?

হেবো। চাঁদার বিল-বই আজ্ঞে।

বুলটু। সরস্বতীপুজো হচ্ছে কি না আমাদের!

বংশী। তা' পুজোর সঙ্গে চাঁদার কী?

রুণু। বাঃ! চাঁদা না হলে সব হবে কি করে দাদু? কত খরচ! বিজুদার কাছে ঐ যে খাতাটা, ঐতে সকলের নাম লেখা আছে। সব্বাই চাঁদা দিয়েছে।

ঝুনু। কেপ্পনরা অবিশ্যি চাঁদা দিতে চায় না। এবং সেইজন্যে আমরা কেপ্পনের কাছে কখনও চাঁদার বিল-বই খুলে ধরি না। কিন্তু আপনি তো আর কৃপণ নন। আপনি হলেন গিয়ে দানবীর।

[বলতে বলতে হেবোর হাত থেকে চাঁদার

বিল-বইটা নিয়ে ঝুনু খুব কায়দায় বংশীবদনের সামনে মেলে ধরল।]

বংশী। দেব বৈকি, দেব বৈকি,—সরস্বতী পুজো বলে কথা। মা হলেন গিয়ে বিদ্যের দেবী, জ্ঞানের দেবী!—বাঃ, খুব ভাল কথা। এসব ভাল কাজে যার যেমন সামর্থ্য তেমন চাঁদা দিতে হবে বৈকি। (বলতে বলতে ট্যাঁক থেকে ছোট্ট একটি নয়া পয়সা বের করলেন।)—এই নাও ধরো।

সকলে। এক নয়া পয়সা !!

বংশী। হুঁ।—একশো দিয়ে গুণ করলেই নগদ এক টাকা, হাজার দিয়ে গুণ করলেই দশ টাকা, লক্ষ দিয়ে গুণ করলেই হাজার টাকা। পূজোর দিন এক সরা পেসাদ পাঠিয়ে দিও কিন্তু। এই ধরো গিয়ে তোমার নারকুলে কুলটা, শাঁকালুটা, পেঁপেটা, শশাটা, কমলালেবুটা, নতুনগুড়ের পাটালির টুকরোটা, বীরখণ্ডিটা দিয়ে সরায় করে পেসাদটুকু পাঠিয়ে দিও কিন্তু, য়্যাঁ? আর ধরো গিয়ে তুলে তো সেদিন তোমাদের কেলাবেই খিচুড়ি ভোগ-টোগ খাবেই। তা' খেয়ে-দেয়ে বাড়ি ফেরবার সময় তুলেই না-হয় আমার ভাগের খিচুড়ি-ভোগটা বাড়ি নিয়ে যাবেখন। তোমাদের আর কষ্ট করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না।—এই নাও, পয়সাটা তুলে রাখো ভাল করে।

[ভ্যাবাচাকা হেবোর হাতে নগদ একটি নয়া পয়সা গুঁজে দিয়ে এবার বাড়ি ফেরার উদ্যোগ করেন বংশীবদন।]

বংশী। তা' বেশ কথা, বেশ কথা। পূজো-আচ্চা খুব ভাল, খুব ভাল। আচ্ছা, চলি দাতুরা। পিঁপড়ে হতচ্ছাড়ারা এতক্ষণে কম্‌সে কম আট দশ দানা চিনি নিয়ে গেল বোধহয়।—ও তুলে, চল্‌দিকিনি, বাড়িতে তুটো কাজকম্ম আছে।

[তুলুকে টেনে নিয়ে বংশীবদনের প্রস্থান।]

রুণু। হে মা সরস্বতী ঠাকুর, হে মা বীণাপাণি, কোটি কোটি পিঁপড়ে পাঠিয়ে বুড়োর সব চিনি লোপাট করে দাও মা!

প্যালা। অর্বুদ অর্বুদ উইপোকা পাঠিয়ে বুড়োর নোটের বাণ্ডিল নিঃশেষ করে দাও মা সরস্বতী!

বুল্‌টু। আমরা এইটুকু এইটুকু ছেলেমেয়েরা এখনও অবধি কেউ একটাও নারকুলে কুল খাইনি, টোপাকুল খাইনি, কিচ্ছু না।...

রুণু। এই, খাসনি? রায়েদের বাগানের নারকুলে কুল?

বুল্‌টু। ভুলে ভুলে খেলে দোষ হয় না।...তুমি আমাদের একটু দয়া করো ঠাকুর। তোমার পূজোয় যে এক নয়া পয়সা চাঁদা দেয়, তার মতন পাপী আর কে আছে মা গো?

ঝুনু। হেবোটাও তেমনি! হাত পেতে তুই কিনা পয়সাটা নিলি?

হেবো। কি করব? গুঁজে দিলে যে! ইচ্ছে হচ্ছিল, বুড়োর মুখের ওপরই...

[বংশীবদন একা এসে ঢুকলেন।]

বংশী। এই যে দাদাভাইরা, অনেকখানি পথ এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসতে হল।—মানে ঐ চাঁদার রসিদটা নিয়ে যাওয়া হয়নি কিনা।

হেবো। রসিদ!

বংশী। হ্যাঁ গো ভাই। ঐ যে তোমার হাতে এক নয়া পয়সা চাঁদা দিয়ে গেলুম নগদ,—ভুলে গেলে নাকি সব?

রুণু। পাগল! ভুলব! ও কি জীবনে ভোলা যাবে? সারা-জীবন মনে থাকবে আমাদের!

বংশী। রসিদটা!

ঝুনু। বিজু!

। (তখনও টোট্যাল দিচ্ছে তক্তাপোষে ব'সে)—এই যে, আর একটু-খানি বাকি আছে।

ঝুনু। থাক, তোমাকে আর টোট্যাল দিতে হবে না,—ঢের হয়েছে। বংশীদাতুর নামে একটা রসিদ কাটো।—হেবো, রসিদ-বইটা বিজুকে দে।

বিজু। টোট্যালের মাঝখানে রসিদ কাটতে গেলে যোগ সব গুলিয়ে যাবে যে।

ঝুনু। যাক।—চুলোয় যাক।—হেবো।

হেবো। (রসিদ বইটা বিজুকে দিতে দিতে)—কি করে তুই অঙ্কে আটা-নব্বই পেয়েছিলি র‍্যা বিজু?

[বিজু রসিদ-বইতে নাম লিখতে লাগল।]

বংশী। পূজোয় তোমাদের থিয়েটারে কিসের পালা হচ্ছে বলো?

রতন। (রেগে) বাঁশীর ফাঁসি।

বংশী। নতুন বই বুঝি?

রতন। (দাঁতে দাঁত চেপে) হ্যাঁ, নতুন, টাট্‌কা নতুন।

[ইতিমধ্যে বিজু রসিদ কেটে ঝুনুর হাতে এগিয়ে দেয়। ঝুনু সেটা নিতান্তই বিরক্তি-ভরে বংশীবদনের হাতে এগিয়ে দেয়।]

বংশী। (রসিদের কাগজটি মুড়ে ট্যাকে গুঁজতে-গুঁজতে)—হ্যাঁ, এই তো। সব কাজের একটা গোছ থাকা চাই, নিয়ম থাকা চাই। আচ্ছা, চলি দাদুরা।

[বংশীবদন চলে গেলেন। রুণু বংশীবদনের গমনপথের দিকে তাকিয়ে সেইদিকে এগিয়ে গিয়ে বলল,—]

রুণু। টেকো, গুঁফো, গামছায় গন্ধ, দাড়িতে উকুন, হাড় কেপ্পন বংশীবদন পাকড়াশী,—

হেবো। তোমাকে আমরা ঘৃণা করি ; তীব্র ঘৃণা করি !

[ঝুনু ও রুণুর বড়দা অরুণের প্রবেশ।]

অরুণ। কী রে ? কাকে আবার তীব্র ঘৃণা করিস রে তোরা ?

রুণু। বংশীবদন পাকড়াশী।

অরুণ। (তক্তাপোষে বসতে বসতে) তিনি আবার কিনি রে ?

ঝুনু। তিনি স্বনামধন্য। সক্কালবেলা নাম করলে ভাতের হাঁড়ি ফাটে।

অরুণ। আমাদের কলকাতাতেও আমাদের পাড়াতেই অমনি একজন আছে, জানিস ঝুনু—

ঝুনু। আরে ধ্যাৎ কলকাতা ;—এর তুলনা ত্রিভুবনে কোথাও নেই। দাঁড়াও, আগে সব পরিচয় করিয়ে দিই।—এই এরা সব হচ্ছে, 'আমাদের দল'-এর সব মেম্বার,—হেবো, রতন, মানিক, প্যালা,

বিজু, বুল্টু, গোপাল, তাপস, নিতাই প্রভৃতি ;—আর,—

রুণু। বড়দার পরিচয়টা আমি দিচ্ছি দাদা।—ইনি হলেন শ্রীযুক্ত বাবু অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের পিসতুতো বড়দা। কলকাতার কলেজে প্রি-ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। কলকাতা থেকে এক-হপ্তার জন্যে আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছেন বটে, কিন্তু আমরা বলে দিয়েছি যে, দু-হপ্তার আগে বড়দাকে আমরা কিছুতেই কলকাতায় ফিরতে দিচ্ছি না।

অরুণ। (তক্তাপোস থেকে চাঁদার রসিদবইটা তুলে)—এটা কি রে?

রতন। ওটা আমাদের রসিদ-বই। মানে চাঁদার খাতা।

অরুণ। সরস্বতী পূজার?

রুণু। হ্যাঁ।—তোমাকেও দিতে হবে কিন্তু। পাঁচ টাকার কমে চলবে না বলে দিলুম।

অরুণ। চার টাকা পঁচানব্বই নয়া পয়সার এক পয়সা বেশি দিতে পারব না। নিতে হয় নাও, না নিতে হয় নিও না।

ঝুনু। ঠিক আছে। ক্ষমাঘেন্না ক'রে তাইতেই রাজি হয়ে গেলুম। কি বলিস রে সবাই?

সকলে। রাজি-ই-ই-ই।

রুণু। আমাদের ক্লাবের প্রতিমা বাবা কিনে দিয়েছেন, দেখেছ বড়দা? ওপরের পড়বার ঘরে এখন রাখা আছে।

অরুণ। কাল রাত্তিরেই দেখা হয়ে গেছে।

রুণু। আমাদের কয়লার দোকানের রামদীন প্রতিমা দেখে কী বলেছে জান বড়দা?

অরুণ। কি রে? কি বলেছে?

রুণু। (হাসতে হাসতে) বলেছে,—সর্‌সত্যি মাঈ কি বুড়্‌টি? মাথার চুল সাদা কেনো?

অরুণ। (চাঁদার রসিদ-বই-এর পাতা উল্টোতে উল্টোতে এবং হাসতে হাসতে)—কথাটা কিন্তু বলেছে বেশ!—কিন্তু এই, এই, এ কী কাণ্ড রে! এক নয়া পয়সা চাঁদা কি রে? অ্যাঁ? বংশীবদন পাকড়াশী,—কে রে লোকটা, কে তিনি?

ঝুনু। উনিই সেই তিনি।

অরুণ। মানে, যাঁকে তোরা সুতীব্র ঘৃণা করিস?

রুণু। হ্যাঁ, তিনি।

তাপস। আমাদের স্কুলের দাদু।

গোপাল। পয়সার আণ্ডিল।

বুল্টু। কেপ্‌পনের যাশু! হাত দিয়ে জল গলে না!

নিতাই। ওয়াটারপ্রুফ্‌ হাত একেবারে!

ঝুনু। এক নয়া পয়সা চাঁদা দিয়ে কিনা রসিদ কাটালো বুড়ো!

রুণু। আবার বলে কি না, শশা, কলা, শাঁকালু, কমলালেবু, পাটালি, বীরখণ্ডি, মুড়কি, খিচুড়িভোগের পেসাদ চাই!

অরুণ। তা চাঁদা দিলে পেসাদ চাইবেন না?

মানিক। চাঁদা? এক নয়া পয়সা আবার চাঁদা!

অরুণ। তোমরা যখন হাত পেতে নিয়ে রসিদ কেটেছ, তখন চাঁদা বৈকি।

প্যালা। ও-পয়সা আমরা ফেলে দোব রাস্তায়। ও-পয়সা নিলে

সরস্বতী পুজোর দিন নির্ঘাৎ আমাদের খিচুড়ির হাঁড়ি ফেটে যাবে।

অরুণ। লোকটার বুঝি অনেক পয়সা ?

বিজু। অনেক মানে ? সে টৌট্যাল দিতে পুরো একটা বচ্ছর লেগে যাবে।

[বলেই বিজু টৌট্যাল দিতে থাকে।]

অরুণ। লোকটা কী ধরণের কৃপণ ? মানে, কতখানি কৃপণ ?—ধর্ আমাদের পাড়ায় একজন লোক আছেন, তাঁর নাম একাদশী দত্ত। ভদ্রলোক কি রকম ক'রে পথ হাঁটেন জানিস,—এই আমরা যে পথটা যেতে পঁচিশটা পা ফেলব, উনি সেখানে পা ফেলবেন সাতটা !—

[অরুণ তক্তাপোষ থেকে উঠে ঘরের মধ্যে লম্বা-লম্বা পা ফেলে খানিকটা হেঁটে দেখিয়ে দিল তাঁর চলনভঙ্গি। তারপর আবার তক্তাপোসে গিয়ে বসতে বসতে বলল—]

অরুণ। এমনি করে চলেন।

রুণু। সব সময় ?

অরুণ। সব সময়। মানে, জুতো পরে রাস্তায় বেরোলেই।

হেবো। কেন ?

অরুণ। সেটা তো আমিই জিজ্ঞেস করছি।—বলো দিকিনি কেন ?

রুণু। ভাবতে পারিনা বাপু,—বলো। মন-মেজাজ এখন ঠিক নেই।

অরুণ। যে রাস্তা চলতে আমাদের জুতো পঁচিশবার মাটিতে ঘষড়ানি

খাবে, সেই রাস্তা চলতে ওঁর জুতো ঘষড়ানি খাবে মাত্তর সাতবার। সুতরাং আমাদের জুতো যেখানে ছ'মাস টিকবে, ওঁর জুতো সেখানে টিকবে কতদিন ?

ঝুনু। অঙ্কটা বিজুকে কষতে দাও। ওটা ওর ডিপার্টমেন্ট।

অরুণ। অঙ্ক কষবার দরকার নেই। বুঝতে পারছিস তো লোকটা কী রকম কৃপণ ?

ঝুনু। আক্‌খুটে !

অরুণ। আক্‌খুটে ?

ঝুনু। হ্যাঁ,—আমাদের বংশীদাদুর কাছে তোমাদের কলকাতার একাদশী দত্ত নিতান্তই আক্‌খুটে। বংশীদাদু জুতোই পরেন না।

অরুণ। হুঁ !—অথচ এদিকে বলছিস লোকটা টাকার কুমীর ?

ঝুনু। বাবাকে তুমি জিজ্ঞেস কোরো, তাহলেই বুঝতে পারবে।

অরুণ। তা' এমন একটা টাকার কুমীরের কাছ থেকে মোটা কিছু টাকার চাঁদা আদায় করতে পারিসনি তোরা ? তোরা কী রে ?

রুণু। টাকা ? একটা সিকি বের করতে পারলে বর্তে যাই ;— টাকা !

অরুণ। এই কথা !—আচ্ছা, অল্‌রাইট্‌, আমি যদি বুড়োর কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করে দিতে পারি তোদের ?

রুণু। অসাধ্য ! শিবের অসাধ্য !

অরুণ। বেশ তো, যদি পারি ?

বুল্টু। তাহলে আপনাকে আমি চারটে ছানাবড়া খাওয়াব।

অরুণ। ব্যস্‌ ? আর কিছু না ?

হেবো। আপনাকে তাহলে আর চাঁদা দিতে হবে না।

অরুণ। ঠিক? সকলে রাজি?

সকলে। রাজি-ই-ই-ই।

অরুণ। এ পর্যন্ত মোট তোদের কত চাঁদা উঠেছে?

ঝুনু। বিজু, বিজুরে, বিজয়চন্দ্র,—তোমার টোট্যাল দেওয়া হল?

বিজু। এই যে,—সাতানব্বুইয়ের সাত নামল, হাতে রইল নয়। নয় একে দশ, আর তিনে তের, আর পাঁচে আঠারো, আর······

অরুণ। আচ্ছা, কোনোদিন তোদের ঐ বংশীবদনবাবুর বাড়িতে চোর-টোর ঢোকেনি?

ঝুনু। উঁহু।

অরুণ। বাড়িতে লোক কজন?

ঝুনু। মাত্র দু-জন। উনি নিজে, আর দুলে,—ওঁর নাতি।

অরুণ। তার সঙ্গে আলাপ আছে তোদের?

রুণু। আলাপ মানে? সে আমাদের বন্ধু। আমাদের ক্লাবের মেম্বার। জানো, ওকে পেট ভরে খেতে দেয় না; এমন কিপ্‌টে।

অরুণ। হুঁ। বুড়োর বাড়িতে এ-পর্যন্ত একদিনও চোর ঢোকেনি বলছিস তোরা?

ঝুনু। উঁহু। তাহলে তো আমরা সবাই হরির-লুঠ দিতুম।

অরুণ। তাহলে আজই রাত্তিরে ঐ বুড়োর বাড়িতে চোর ঢুকবে।

ঝুনু। (ঠাট্টার সুরে) তোমাদের কলেজে বুঝি আজকাল জ্যোতিষশাস্ত্র পড়ানো হচ্ছে বড়দা?

অরুণ। বেশ তো, আরো শুনতে চাস ?—দুটি গুণ্ডা আজ রাত্তিরে বুড়োর বাড়িতে ঢুকবে।

রুণু। বংশীদাদুর বাড়ির দরজা কিরকম মোটা জান ?

অরুণ। গুণ্ডা দুটোর মাথায় পাগড়ি, হাতে বাঁশের লাঠি, কালো পাকানো গোঁফ, ইয়া গালপাট্টা, কপালে লাল টক্‌টকে সিঁদুরের টিপ্‌।

ঝুনু। বড়দা, ঠাট্টা ভাল লাগছে না বলে দিচ্ছি! চাঁদাটা দাও আগে।

অরুণ। ঘাবড়াচ্ছিস কেন,—সেই গুণ্ডাদুটোর নাম পর্যন্ত বলে দিতে পারি আমি হাত গুণে।

রুণু। বড়দা, বলছি, এখন আমাদের সবাইয়ের মন খারাপ।

অরুণ। গুণ্ডাদুটির একটির নাম রতন এবং একটির নাম মানিক।

ঝুনু। তার মানে ?

অরুণ। (রতন ও মানিকের দিকে আঙুল দেখিয়ে) রতন, মানিক।

ঝুনু। আমাদের রতন-মানিক ?

রতন ও মানিক। আমরা ?

অরুণ। হ্যাঁ।—এর পরেও যদি ব্যাপারটা তোদের মাথায় না ঢুকে থাকে, তাহলে বাইরের ঐ মাঠটাতে চল্‌, সব বলছি। এখানে চেঁচামেচি করলে মামা-মামী শুনতে পেলে সব ভেস্তে যাবে।—আয়।

[অরুণ এবং ছেলের দল হৈ-হৈ করতে করতে বেরিয়ে গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[একটি ঘর। একপাশে একটি বেঞ্চ পাতা। আরেক ধারে একটি পুরোনো টেবিল এবং একটি জরাজীর্ণ চেয়ার। টেবিলের ওপর একটি চশমা, একটি খাতা এবং খানকতক পাকা কলা পড়ে আছে। মুখে কালি, সর্বাঙ্গে তুলোর লোম এবং যথাস্থানে প্রকাণ্ড একটি লেজ লাগিয়ে পুরোদস্তুর একটি হনুমান চেয়ারে বসে কলা খাচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব মুখভঙ্গি করছিল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে হনুমান-সুলভ অঙ্গভঙ্গি সহকারে এধার-ওধার ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে বলতে লাগল,—]

হনুমান। অহো !—

মনোরম এ-উদ্যান লঙ্কাদ্বীপ মাঝে,
অশোক কানন নাম।
চতুর্দিকে মনোলোভা কদলীর গাছ।
দেখিলেই অহো অহো, রসনায় নেমে আসে লালা !
শিঙাপুরী, মর্তমান, কিষণবাঁশী, চম্পাকলা আদি
বাষট্টি জাতের কলা গাছে গাছে ঝুলিতেছে আহা !
কিন্তু
অহো দুঃখ, কী দুর্ভাগ্য মোর !

ল্যাজ বাড়াইবার শক্তি দেছেন বিধাতা,
কিন্তু হায়,
পাকস্থলী বাড়াইবার শক্তি কেন দেন নাই তিনি ?
কী নিষ্ঠুর নির্মম বিধাতা !
দু'হাজার, মাত্র দু'হাজার,
দু'হাজার কলা খেয়ে ভরে গেল পেট !
ভাবিলেই কান্না পায় !

[নেপথ্যে ঝুনু, রুণু, ও বুণ্টুর কণ্ঠস্বর]

তিনজনে। (নেপথ্যে) ভূতনাথ কাকা ঘরে আছেন ? ভূতনাথ কাকা,—ও ভূতোকাকা-আ-আ—

হনুমানবেশী ভূতনাথ। কে ?—ভেতরে এস, দরজা ভেজোনো আছে।

[ঝুনু, রুণু ও বুণ্টুর প্রবেশ]

ভূতনাথ। আরে ! ঝুনু, রুণু, বুণ্টু যে !—কী খবর ?

[বলতে বলতে টেবিল থেকে চশমা তুলে চোখে লাগালেন।]

ঝুনু। ভূতোকাকা,—এসব—মানে, এসব কা ? এসব কেন ? এমন ল্যাজ-ফ্যাজ লাগিয়ে—

ভূতনাথ। রিহর্সল। ড্রেস-রিহর্সল। পরশুদিনকে ভুবনভাঙার মুখুজ্যেদের বাড়িতে আমাদের নাট্যসমাজের 'লঙ্কেশ্বর' পালার প্লে আছে কিনা ! তা ছ্যাখ্ না, সেজেগুজে তখন থেকে বসে আছি, হুলেটার আর পাত্তাই নেই।

বুল্টু। হুলে কে ভূতোকাকা ?

ভূতনাথ। হুলে মানে সীতে,—সীতা—মা জানকী। আমাকে সমুদ্র ডিঙিয়ে অশোকবনে গিয়ে মা জানকীর হাতে শ্রীরামচন্দ্রের আংটি দিতে হবে না ? সেই সিন্‌টার জন্যে এই দ্যাখ্ না, সেজে-গুজে আংটি ফাংটি নিয়ে বসে আছি,—উল্লুকটার কিনা পাত্তাই নেই ! মনে কর্, সত্যিসত্যিই খান-আষ্টেক কলা খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেললুম, তবু দেখা নেই সীতার !

বুল্টু। খুবই মুস্কিলে পড়েছেন তো তাহলে !

ভূতনাথ। বড্ড !—একটা উব্‌গার করবি বাবা বুল্টু ?

রুণু। আরে, আমরাই যে আপনার কাছে একটা উপকার চাইতে এসেছি ।

ভূতনাথ। কী র‍্যা ? কী উব্‌গার ?

ঝুনু। এমন কিছু না, মানে, আপনাদের নাট্যসমাজের সাজের বাক্স থেকে আমাদের দুটো গুণ্ডার ড্রেস্ বের করে দিতে হবে।

রুণু। মানে, লাল পাগড়ি, পরচুল, গালপাট্টা, গোঁফ, লাঠি, ছোরা, এইসব আর কি।

ভূতনাথ। ক্যান্ র‍্যা ?

বুল্টু। আমরা একটা থিয়েটার করব কিনা,—তাই।

ভূতনাথ। বেশ, দোব। সব দোব। কিন্তু তার আগে আমার উব্‌গারটি যে করে দিতে হবে !

ঝুনু। নিশ্চয়ই করব। যা বলবেন তাই করব।

বুল্টু। পাঁচুদার দোকান থেকে এক বাণ্ডিল মিঠে কড়া বিড়ি এনে দিতে হবে তো? পয়সা দিন, এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।

ভূতনাথ। আরে দুর্, সে উব্‌গার নয়। তোদের মধ্যে একজনকে কিছুক্ষণের জন্যে একটু সীতা হতে হবে।

ঝুনু। সীতা?

ভূতনাথ। হ্যাঁ—কিচ্ছু না, এই খাতাটা দেখে দেখে সীতার পার্টটা একটু ভাব দিয়ে বলে যাবি।—একটু রিহর্সাল দিয়ে নেব আর কি। চোখের সামনে একটা সীতা না থাকলে কিছুতেই ফীলিং আসছে না,—বুঝেছিস কিনা। বুল্টু, আয় না বাবা,—এই চাদরটা ঘোমটার মতন করে মাথায় দিয়ে একটু দাঁড়া না বাবা সামনে! নে, খাতাটা নে।

[চাদরটা ছুঁড়ে দিলেন ভূতনাথ বুল্টুর দিকে।]

বুল্টু ধ্যাৎ! লজ্জা করে।

ঝুনু। আহা, লজ্জার কি আছে?

ভূতনাথ। হ্যাঁ, লজ্জার কি বাবা বুল্টু? স্বয়ং মা জানকীর পার্ট!

রুণু। না, না, ভূতোকাকা,—বুল্টু বড় ভাল ছেলে। তাছাড়া ও খুব ভাল আবৃত্তি করতে পারে।

ভূতনাথ। সেইজন্যেই তো বুল্টুকে ডাকলুম।

[বুল্টু মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতে থাকে, ঝুনু তাকে ভূতনাথের দিকে ঠেলে দিয়ে বলে,—]

ঝুনু। না, না, বুল্টুর লজ্জা-টজ্জা নেই অতো। তুই ততক্ষণ ভূতো-কাকার সঙ্গে সীতার পার্টের রিহার্সাল দে বুল্টু, আমি আর রুণু

ততক্ষণ ঐ গুণ্ডাদের ড্রেসগুলো বেছে বের করে ফেলি, কি বল ভূতোকাকা ?

ভূতনাথ। ভেরি গুড্ টক্। পাশের ঘরে প্যাঁটরাগুলো রয়েছে দেখবি,—'সামাজিক' বলে লেখা আছে যে বাক্সটায়, সেই বাক্সটায় সব পাবি। যা-যা দরকার নিয়ে যা সব। আবার থিয়েটার হয়ে গেলেই কিন্তু ফেরত দিয়ে যাস মনে করে।

ঝুনু। ঠিক আছে। আয় রুণু আমরা যাই। বুল্টু, তুই তাহলে রিহার্সালটা শেষ করে আয়। আমরা চললুম,—য়্যাঁ ?

[ঝুনু ও রুণুর প্রস্থান]

বুল্টু। আমিও যাব।

[বুল্টু পালাবার উপক্রম করে। ভূতনাথ ছুটে গিয়ে বুল্টুর হাত চেপে ধরেন। বুল্টু হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে, আর কেবলই 'ধ্যাৎ-ধ্যাৎ' করে। ভূতনাথ হাত ছাড়েন না। ধস্তাধস্তির মধ্যে বুল্টু একবার হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালাতে যেতেই ভূতনাথ লাফিয়ে আবার তার হাত চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠেন,—]

ভূতনাথ। এই অপ্ পালাচ্ছিস কোথায় বাঁদর ?

[বুল্টু সহসা তার চেয়েও জোরে ধমক দিয়ে বলে ওঠে,—]

বুল্টু। স্তব্ধ হও কদাকার হনুমান !

[ভূতনাথ এমন একটা ধমকের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে হাত ছেড়ে দেন।]

বুল্টু। এত স্পর্ধা তোর,
জানকীর গায়ে দিস্ হাত ?
চরণ ছুঁইতে যার ত্রিভুবন হয় ব্যাকুলিত,
তুই কিনা বাহু ধরে টানিস্ তাহারে ?
সীতারে বাঁদর ব'লে ডাকিলি রে পশু ?
অরে রে পামর,
এবে তুই নরকেও স্থান নাহি পাবি !

ভূতনাথ (কাচুমাচু হয়ে) বা-রে, মা-জানকীকে কেন, আমি তো তোকে বাঁদর বললুম।

বুল্টু। তোকে ?
আমারে বলিস 'তুই' ?
ওরে ওরে কদাকার বুদ্ধিহীন পশু,
বোকাপাঁঠা তোর চেয়ে ধরে বুদ্ধি বেশি !
ভাল চাস যদি,
মা বলিয়া ডাক্ মোরে !

ভূতনাথ। এসব তো পার্টে লেখা নেই ! বা-রে !

বুল্টু। মা বলিয়া ডাক্ মোরে আগে,
নহে তোর নাহিক নিস্তার।

ভূতনাথ। ধ্যাৎ,—লজ্জা করে।—যাঃ !

বুল্টু। অগ্রে মোরে মা বলিয়া ডাক রে বানর !

ভূতনাথ। বা-রে, আমি তো তোদের ভূতোকাকা তো—

বুল্টু। মা বলিয়া ডাক্ মোরে আগে।
পরে অন্য কথা।

ভূতনাথ। মা।

বুল্টু। বল্ আর-বার।

ভূতনাথ। মা।

বুল্টু। জোড় হস্তে চক্ষু বুজে একশত বার
ডাক্ মা-মা বলি।
তবে হবে শাপ বিমোচন।

[ভূতনাথবাবু ভ্যাবাচাকা হয়ে চোখ বুজে হাত জোড় করে মা-মা-মা করে ডাকতে থাকেন। বুল্টু সেই ফাঁকে টেবিল থেকে অবশিষ্ট কলা দুটি তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। হনুমানবেশী বেচারা ভূতনাথ তখনও চোখ বুজে সমানে ডেকে চলেছে,—মা মা, মা, মা, মা, মা......]

তৃতীয় দৃশ্য

[বংশীবদনের বাড়ির একটি ঘর। ঘরের একটি খোলা দরজা দিয়ে পিছনের ঘরের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। সেই ঘরের মশারির মধ্যে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন বংশীবদন পাকড়াশী। রাত্রিবেলা। এ-ঘরে মিট্‌মিট্‌ করে একটি হারিকেন জ্বলছে। ওঘর থেকে বংশীবদনের নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে আসছে এ-ঘরে।—একটু পরেই পা-টিপে টিপে ঘরে ঢুকল বংশীবদনের একমাত্র নাতি তুলে, এবং তার পিছু-পিছু গুণ্ডাবেশী রতন আর মানিক। দুজনের মাথায় পাগড়ি, পরনে মালকোছা মারা ছাপা শাড়ি, ঠোঁটের ওপর গোঁফ, গালে গালপাট্টা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় লাল জবার মালা, হাতে লাঠি। সাজপোশাকে যত কেরামতিই থাকুক, দুজনের অবস্থা কিন্তু তখন কাহিল। ভয়ে গা ছম্‌ছম্‌ করছে, পা কাঁপছে। ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে রতন করুণ কণ্ঠে বলল,—]

রতন। আমার ভয় করছে ভাই!

মানিক। আমারও! ঝুনুর বড়দাটা কী যে বিচ্ছিরি একটা মতলব বের করল!

রতন। গালপাট্টার আঠায় গাল চড়চড় করছে!

মানিক। গোঁফের চুলে নাকে সুড়সুড়ি লাগছে। ধ্যাৎ,—যতসব বিচ্ছিরি কাণ্ডমাণ্ড!

রতন।—গুণ্ডা সেজে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে আন্!—ভারি সোজা কাজ কিনা?

মানিক। তার চেয়ে আমরা ভাই ফিরে যাই,—য়্যাঁ?

দুলে। ফিরে গেলে সবাই কি রকম হাসবে, সেটা ভেবেছিস?

মানিক। তাহলে?

দুলে। বড়দা যা-যা করতে বলেছেন কর্।—আমাকে বেঁধে ফ্যাল্।

রতন। (ভয়ে তোৎলা হয়ে গেছে) কি-কি-কি দিয়ে বাঁধব?

দুলে। দড়ি দিয়ে।

মানিক। দ-দ-দড়ি? কী দড়ি? কো-কো-কোথায় দড়ি?

দুলে। এই তো, আমার হাতেই তো রয়েছে। নে, তাড়াতাড়ি আমাকে বেঁধে ঘরের কোণে ফেলে রাখ্ আগে।

রতন। তো-তো-তোকে বাঁধব? তোকে?

দুলে। আমাকে নয় তো কাকে? মানিককে বাঁধবি? কাওয়ার্ড কোথাকার! বাঁধ আগে!

[দুলেরই দেওয়া দড়ি দিয়ে মানিক আর রতন দুলের হাত পা বেঁধে ফেলল কোনও ক্রমে।]

মানিক। আমার কিন্তু ভাই ভয় করছে!

দুলে। ধুত্তোর! আমি একা-একা উঠে উঠোন পেরিয়ে গিয়ে তোদের সদর দরজার খিল খুলে দিলুম;—আমার ভয় করল না, আর তোদের ভয় করছে? আচ্ছা ভীতু যাহোক!—নে, আমার মুখে রুমাল বাঁধ্। আলগা করে বাঁধিস কিন্তু।

রতন। তারপর ?

ছুলে। উফ্! বাবা রে বাবা!—তারপর আর কি,—তোরা ছুজন ভীষণ গুণ্ডা ডাকাত,—আমাকে বেঁধে রেখে ছোরা দেখিয়ে দাছুকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে নিয়ে যেতে হবে না ?

মানিক। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাইতো, যেতে হবেই তো।

[একটা রুমাল নিয়ে মানিক ছুলের মুখ বাঁধে]

রতন। তা-তা-তারপর ? এ-এ-এইবার ?

[মুখ বাঁধা থাকায় ছুলে বেচারা কোনও কথা বলতে পারে না। দড়ি-বাঁধা হাত আর মুখ নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, এবার তোরা দাছুর ঘরে ঢুকে গিয়ে হাঁক-ডাক কর্।]

মানিক। এইবার চেঁ-চেঁ-চেঁচাব ?

[ছুলে ঘাড় নেড়ে জানায়,—হ্যাঁ। মানিক সাহস-টাহস এনে বেশ একটা বীরের ভঙ্গিতে বড় বড় পা ফেলে বংশীবদনের ঘরের দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়েই ছুটে আগেকার জায়গায় ফিরে এসে ভীতু গলায় ঝগড়ার ভঙ্গিতে বলে,—]

মানিক। আ-আ-আমি কেন ? আমি কেন আগে চেঁচাব ? রতনদা তো আমার চেয়ে তিনমাসের বড়।

রতন। ওঃ! রতনদা! জীবনে রতনদা বলে ডেকেছিস কোনও-দিন? আজ একেবারে রতনদা!

মানিক। ডাকি আর নাই ডাকি, তুই বড় তো।—কি বল্ তুলে? রতন যখন বড়, তখন সেই তো আগে চেঁচাবে। বা-বা!

রতন। হ্যাঁ, চেঁচাবই তো, চেঁচাবই তো,—আমি কি তোর মতন ভীতু নাকি? কেঁচো কোথাকার!

[বলতে বলতে রতন তার ভয়ে-কাঁপা পা-দুটোকে কোনওক্রমে বংশীবদনের ঘরের দরজা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে অস্ফুট প্রাণহীন স্বরে মুখস্থ আওড়ানোর মতন বলে,—]

রতন। হারে-রে-রে-রে-রে!

[বলেই ছুটে নিজের জায়গায় ফিরে এসে বলে,—]

রতন। ব্যাস্, এই তো আমি বললুম। এইবার তুমি চেঁচাও মানিক। বা-আ-আ! ও চলবে না। আমিই বা সারাক্ষণ চেঁচাব কেন? বা-রে! বেশ মজা!

মানিক। (পূর্বের মত এগিয়ে গিয়ে) হা-রে-রে-রে-রে! (ফিরে এসে) ব্যাস্, আমারও হয়ে গেছে। এইবার তোমার পালা রতনদা।

রতন। ছাখ্ মানিক, রতনদা রতনদা করবি না বলে দিচ্ছি। বলবি যদি তো, এবার থেকে রোজ বলতে হবে।

মানিক। বলবই তো। রোজই তো বলব।

রতন। কথাটা মনে থাকে যেন। সকলের সামনে দাদা বলতে হবে।

মানিক। আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু চেঁচাও তুমি এখন। আমার চেঁচানো তো হয়ে গেছে।

রতন। বাঃ! বংশীদাদু জাগলেন কোথায়? জাগাও! ও চলবে না। তোমাকে চেঁচিয়ে জাগাতে হবে।—আবদার!

মানিক। ইস্! তোমাকে জাগাতে হবে। তুমি আমার চেয়ে তিন মাসের বড় মশাই!

রতন। আর, তুমি যে,······তুমি যে,···তুমি যে হাতে ছোরা নিয়েছ মশাই! যার হাতে ছোরা থাকে, সে বড় গুণ্ডা, তা জান? ছোট গুণ্ডার আগে বড় গুণ্ডাকে গিয়েই চেঁচিয়ে জাগাতে হয়।—আব্দার নয়!

মানিক। বেশ, যাচ্ছি, ডাক্‌ছি,—ভীতু কোথাকার! ভয়টা আবার কিসের? জেগে উঠে কি বংশীদাদু আমাদের চিনতে পারছেন না কি? আমার অত ভয়-টয় নেই, বুঝলি রত্‌না।

রতন। রত্‌না বলছিস যে বড় এখন?

মানিক। বলবো না তো কি! দাদার কাজ করেছিস, যে দাদা বলব? তিন মাসের বড় হয়ে ছোটকে বিপদের মুখে এগিয়ে দিয়ে এখন আবার সাউখুড়ি হচ্ছে!—এই ছাখ্, কেমন করে বুক ফুলিয়ে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় ছাখ্,—(বলতে

বলতে মানিক বীরদর্পে এগিয়ে বংশীবদনের ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে দু—পা ঢুকেই পালিয়ে এল আবার। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল,—) আ-আ-আমি পারব না ভাই ! আমার গলা শুকিয়ে গেছে ! তু-তু-তুই যা ভাই !

রতন। আমার দু-পায়ে ম্যালেরিয়া ধরেছে !

মানিক ও রতন } দুলে, ভাই,—আমরা ফিরে যাই,—য়্যাঁ ?

[দুলে ঘস্‌টে ঘস্‌টে অতিকষ্টে ওদের কাছাকাছি এসে হাতের ইসারায় মুখের বাঁধন খুলে দিতে বলল। ওরা খুলে দিল।]

দুলে। ফিরে গেলে আমাদের তিনজনকে যে পুজোর দিন ক্লাবে ঢুকতেই দেবে না,—সেটা হুঁশ আছে ?—তাড়াতাড়ি কর্।

মানিক ও রতন। কী করব ?

দুলে। চেঁচাবি, ঘুম ভাঙাবি, ভয় দেখাবি।

রতন। চেঁ-চেঁ-চেঁচাব ?

দুলে। হ্যাঁ।

মানিক। ঘু-ঘু-ঘুম ভাঙাব ?

দুলে। হ্যাঁ।

রতন। ভ-ভ-ভয় দেখাব ?

দুলে। হ্যাঁ।

মানিক। আমার যে বড় ভয় করে !

ডুলে। ছিঃ! তোরা না মানুষ!

রতন ও মানিক। ছিঃ! আমরা না মানুষ!

ডুলে। ধিক্! তোরা না 'আমাদের দল'-এর সভ্য?

রতন ও মানিক। ধিক্! আমরা না 'আমাদের দল'-এর সভ্য?

ডুলে। ছ্যাঃ! তোরা না দুটো দুর্ধর্ষ ফুলব্যাক?

রতন ও মানিক। ছ্যাঃ! আমরা না দুটো দুর্ধর্ষ ফুল্‌ব্যাক?

ডুলে। তবে?

রতন ও মানিক। তবে?

ডুলে। এগিয়ে যা!

[ওরা দুজনেই এগোনোর বদলে পিছিয়ে গেল।]

ডুলে। চ্যাঁচা!

রতন ও মানিক। ওরে বাবা রে!

ডুলে। চ্যাঁচা! হাঁক দে!

রতন ও মানিক। (চাপা গলায়) হা-রে রে-রে রে-রে!

ডুলে। আরো জোরে। ঘুমের ঘোরে দাদু শুনতে পাবেন না।

রতন ও মানিক। (একটু জোরে) হা-রে রে-রে রে-রে!

ডুলে। আরো জোরে।

রতন ও মানিক। (আরো একটু জোরে) হা-রে রে-রে রে-রে!

[সঙ্গে সঙ্গে বংশীবদনের ঘরের ভিতর থেকে তাঁর প্রবল কাশির শব্দ উঠল এবং সে শুনে রতন ও মানিক প্রাণের ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে

ছুটে পালাল ঘর ছেড়ে। বেচারা দুলে চিৎকার করে বলল,—]

দুলে এই, আমার বাঁধন খুলে দিয়ে যা !

কিন্তু কে কার কথা শোনে। ওরা ততক্ষণে উধাও হয়ে গেছে।]

চতুর্থ দৃশ্য

[ভূতনাথবাবুদের সেই নাট্যসমাজের ঘর। রাত্রি। হারিকেন জ্বলছে টেবলটার ওপর। মেঝেয় সতরঞ্চি পেতে বসে হনুমানবেশী ভূতনাথবাবু একখানি হারমোনিয়ম নিয়ে বেসুরো বেতালা বেয়াড়া বাজখাঁই গলায় 'লঙ্কেশ্বর' পালার একটা গান গাইছেন,—)

দেখা দাও প্রভু, দাও দেখা,
আমি বসে আছি একা একা।
ভক্ত তোমার হনুমান,
করছে তোমার নাম গান।
কোথায় আছে তোমার কান ?
শুনতে কি তুমি পাও না গা ?

[রামচন্দ্রবেশী দারুকেশ্বর নামক একজন অভিনেতার প্রবেশ।]

দারুকেশ্বর। আসিয়াছি ভক্ত মোর।
তোমার করুণ গান পশিয়াছে···

ভূতনাথ। দূর্, এরই মধ্যে ঢুকলি কেন তুই? গানটা আমি যখন ফেরাই দিয়ে দুবার গেয়ে শেষকালে আবার বলব,—'দেখা দাও প্রভু, দাও দেখা,'—তখন তো ঢুকবি তুই।

দারুকেশ্বর। ধ্যাৎ, কত রাত হয়ে গেল, সক্কলে রিহার্সাল দিয়ে চলে গেল!—(হাই তুলে) আমার ঘুম পাচ্ছে!

ভূতনাথ। আর একটু, একটু,—সুদ্ধু এই সিনটুকু করে দিয়েই চলে যাস তুই।

দারুকেশ্বর। সাজপোশাক খুলে নাট্যসমাজের দোরে তালাচাবি দিয়ে মাঠ পেরিয়ে বাড়ি ফিরতে কত রাত্তির হয়ে যাবে বলো দিকিন্! তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি ভূতোদা!

ভূতনাথ। যতো বেশি রিহর্সল দিবি, প্লে ততো জমবে ভাই দারুকেশ্বর। সেটা ভুলিস কেন? একটা রাত বৈ তো নয়!

দারুকেশ্বর। আমাদের নাট্যসমাজের ঘরটাও এমন এক মাঠের মধ্যিখানে হয়েছে যে, আশেপাশে একটা মানুষজনও নেই।

ভূতনাথ। ফাঁকা মাঠের মধ্যিখানে না হলে কি আর রোজ এমন চিৎকার করে রিহর্সল দেওয়া যেত র‍্যা?—কেন? ভয় করছে নাকি তোর?

দারুকেশ্বর। না, ভয় নয়,—তবে বড্ড রাত হল তো!

ভূতনাথ। যতক্ষণ এই ভূতনাথ শর্মা আছে,—তোর কোনও ভয় নেই রে ভাই দারুকেশ্বর, ঘাবড়াসনি। যা, চট্‌পট্ আড়ালে

চলে যা।—আমি গানের শেষে গোড়ার লাইনটা আবার বললেই ঢুকবি।

[দারুকেশ্বর আড়ালে চলে গেল ভূতনাথ গান ধরলেন।]

দেখা দাও প্রভু, দাও দেখা,
আমি বসে আছি একা একা।
ভক্ত তোমার হনুমান,
করছে তোমার নাম গান।
কোথায় আছে তোমার কান ?
শুনতে কি তুমি পাওনা গা ?
দেখা দাও প্রভু, দাও দেখা।

দারুকেশ্বর। আসিয়াছি ভক্তশ্রেষ্ঠ মোর।
তোমার মধুর গান পশিয়াছে কানে।
বল বৎস, কিবা তব বাঞ্ছা মোর কাছে ?

ভূতনাথ। প্রণিপাত পদে নাথ।
ওগো বীরশ্রেষ্ঠ রঘুকুলমণি,
কর আশীর্বাদ,
যেন
ভয়ে কভু কম্পিত না হয় হৃদি মম।
নির্ভীক সাহসী যেন থাকি চিরদিন।

দারুকেশ্বর। দিনু বর,

সাহসে ভরিয়া রবে ও-বক্ষ তোমার।
কোন দিন কোন ভয়ে কাঁপিবে না তুমি।
আর,--

[সহসা কী দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল দারুকেশ্বর—]

ও বাবারে! ওরা কারা রে!

[বংশীবদনের বাড়ি থেকে পালিয়ে ছুটতে ছুটতে গুণ্ডাবেশী মানিক ও রতন এসে ঢুকল ঘরে। ওরা হাঁপাচ্ছে। ওদের দেখে ভূতনাথ তো হারমোনিয়ম ছেড়ে তিন লাফে পালিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল দারুকেশ্বরকে। দুজনে জড়াজড়ি করে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন।]

ভূতনাথ ও দারুকেশ্বর। বাঁচাও, বাঁচাও, ওগো কে কোথায় আছ গো! গুণ্ডারা আমাদের মেরে ফেললে গো!

রতন ও মানিক। ভূতোকাকা, আমরা গো, আমরা!

ভূতনাথ। ওরে বাবা, এরা যে আবার নাম ধরে ডাকে রে বাবা!

মানিক। আরে, আমরা!

দারুকেশ্বর। আমাদের প্রাণে মেরো না বাবা! এই আমাদের দুজনের ট্যাঁকে যা দু-চার টাকা আছে, নিয়ে যাও বাবা! পায়ে পড়ি তোমাদের!

[ওঁরা নিজের-নিজের ট্যাঁক থেকে টাকা

বের করে ছুঁড়ে দিলেন ওদের দিকে। রতন ওঁদের দুজনের কাছে এগিয়ে গিয়ে কিছু বলতে যেতেই দুজনে প্রাণের ভয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে গেলেন।]

ভূতনাথ ও দারুকেশ্বর। ওরে বাবারে, খুন করলে রে, মরে গেলুম রে!

[ওঁদের দুজনের পলায়ন)

রতন। যা-চ্চলে! এ কী কাণ্ড হল রে মানিক? আমরা কোথায় বংশীদাদুর বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আলো জ্বলতে দেখে এখানে এসে ঢুকলুম,—কোথায় ভাবলুম ভূতোকাকার সঙ্গে অন্ধকার মাঠটা পার হয়ে যাব,—তা, কিনা ওঁরাই পালালেন!

মানিক। এখন অন্ধকার মাঠ পার হবি কি করে?

রতন। যে করেই হোক পালাতেই হবে। যত ভয়ই করুক।—যা চিৎকার করতে করতে ওঁরা গেলেন,—কিছুক্ষণের মধ্যেই লাঠিসোঁটা নিয়ে সবাই ডাকাত ঠ্যাঙাতে আসবে!

মানিক। ওরে বাবারে! সে কী রে!—তাহলে পালাই চল্ এক্ষুণি!

[রতন হেঁট হয়ে মেঝের ওপর থেকে দারু-কেশ্বর আর ভূতনাথের ফেলে যাওয়া টাকা-কটা তুলে নিয়ে বলল,—]

রতন। চল্।

মানিক। ওগুলো কী হবে?

রতন। আমাদের সরস্বতী পূজোর চাঁদা।—আমরা তো আর কেড়ে নিইনি, ওঁরা নিজেরাই দিয়ে গেছেন। আমাদের কোনও দোষ নেই।

মানিক। কিন্তু রসিদ তো কাটা যাবে না। তাহলেই তো সর্বনাশ!

রতন। আমাদের থিয়েটারের পাশ পাঠিয়ে দোব দু-খানা।

মানিক। হি-হি, এ বেশ মজা হল কিন্তু; না রে রতন?

রতন। চলে আয় আগে।

[রতন আর মানিক ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।]

পঞ্চম দৃশ্য

[নদীর ধার। একটা গাছের তলায় ছেলেরা জড়ো হয়েছে। ছেলেদের দলের মধ্যে কিন্তু ঝুনু, রুণু, বুল্‌টু এবং বিজুকে দেখা যাচ্ছে না। তারা ছাড়া আর সবাই আছে। এমন সময় ঝুনু রুণুর বড়দা অরুণ এসে ঢুকল।]

ছেলেরা। এই যে বড়দা এসে গেছে।

অরুণ। সবাই ঠিক আছিস তো রে?

ছেলেরা। হ্যাঁ—অ্যা—অ্যা!

অরুণ। আঃ, গোলমাল করিসনি অতো! ঝুনু, রুণু, বুল্‌টু, বিজু,—এদের দেখতে পাচ্ছিনা যে বড়?

প্যালা। ওরা ঠিক জায়গায় আছে বড়দা। তুমি ডাকলেই এসে পড়বে।

অরুণ। বেশ, অল্‌রাইট্‌।—আচ্ছা, তাহলে হেবো আর নিতাই,—তোদের কী করতে হবে মনে আছে সব? ভুলে যাবি না?

নিতাই। মোটেই না।

অরুণ। ঠিক তো?

হেবো। ঠিক।

অরুণ। মুখস্থ আছে সব পার্ট?

নিতাই। হ্যাঁ।—কিন্তু বংশীদাদু যে আমাদের ফাঁদে পা দেবেন তা কি করে জানলে?

অরুণ। আরে, দিতেই হবে! তোদের বংশীদাদুর সাধ্যি নেই এ-ফাঁদ ডিঙিয়ে যাবার।—অবিশ্যি তোরা যদি না ভেস্তে দিস্‌ সব।

প্যালা। আমরা আমাদের কাজ ঠিক করে যাব বড়দা। দেখে নিও তুমি।

অরুণ। তাহলেই কেল্লা ফতে।

হেবো। কিন্তু ধরো বংশীদাদু যদি—

অরুণ। ওরে বাবা—যদি-ফদি কিচ্ছু নেই। হুলের কাছ থেকে শুনলি তো, যে বুড়োর সাধু সন্নেসীতে অগাধ ভক্তি।

হুলে। ওরে বাবা, সে যা ভক্তি না!

অরুণ। ভক্তিটা কেন? না, যদি কোনও সন্নেসী লটারির টিকিটের বা কোনও গুপ্তধনের সন্ধান-টন্ধান বলে দেন—এইজন্যেই তো রে হুলু?

হুলো। হ্যাঁ বড়দা। সেবারে না—

অরুণ। ঠিক আছে। এখন আর বক্‌বক্‌ করে সময় নষ্ট করলে চলবে না। আরেকটু বাদেই তোদের বংশীদাদু এই নদীর ধারে বেড়াতে আসবেন। সেই সময় থেকেই তোদের সব কাজ শুরু হয়ে যাবে।

মানিক। আমাকে আর রতনকে কোনও পার্ট দিলে না বড়দা,— বেশ যাহোক!

হুলো। তোমরা? পরশুদিন রাত্তিরে কী কাণ্ডটা করেছিলে মনে নেই? সারারাত আমাকে হাত-পা বাঁধা হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছে! কাওয়ার্ড! ক্লীব! কেঁচো!

অরুণ। (হেসে) যাই হোক, ওরা তোদের সরস্বতী পূজোর ফাণ্ডে চার টাকা ষাট নয়া পয়সা চাঁদা তো সেদিন জোগাড় করে এনেছে!

রতন। বলো না বড়দা,—তার বেলা?

হুলো। (ভেংচে) তার বেলা?—দাদুর কাশির শব্দ শুনে কী ছুট্‌ রে বাবা!

মানিক। (হেসে) আর আমাদের দুজনকে দেখে ভূতনাথকাকা আর দারুকেশ্বরবাবুর ছুট যদি দেখতিস না,—তাহলে বুঝতিস!

হুলু। হাসতে লজ্জা করে না, নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার! আবার হাসছে!

রতন। তুই যদি তখন সেখানে থাকতিস না, তাহলে হাসতে হাসতে পেট ফেটে যেত তোর!

অরুণ। আচ্ছা, হয়েছে—এখন হাসি-ফাসি থাক। একবার দেখে নেওয়া যাক সব ঠিকঠিক তৈরি আছে কি না।—আর দেরি করা ঠিক হবে না।—ঝুনু,—রেডি তুমি ?

ঝুনু। (আড়াল থেকে) হ্যাঁ বড়দা।

অরুণ। একবার বেরিয়ে আয় তো দেখি !

[মাথায় গামছা বেঁধে, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গুটিয়ে মুখ্‌খুড়ে বুড়ো গোয়ালার ছদ্মবেশে ঝুনু বেরিয়ে এল লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ করতে করতে। কোমর-ভাঙা বুড়োর মত বেঁকে খুটখুট করে ঝুনু আসতে লাগল, আর মাঝে মাঝে হাঁপানির রুগীর মতন খক্‌-খক্‌ করে কাশতে লাগল।]

ঝুনু। কী ? চিনতে পারা যাচ্ছে না তো ? হাঁটা ঠিক হচ্ছে তো ?

অরুণ। হাঁটা ঠিক আছে। গোড়াটা একটুখানি বল্‌ দিকিনি শুনি ?

ঝুনু। (বুড়োর মত কাঁপা গলায়) আহা, শুধু সাধু তো নয়, যেন সাক্ষাৎ শিবঠাকুলটি ! চাল কোশ পথ হেঁটে আসা আমার সাথক্‌ হল ! হেই বাবা সন্নেসী ঠাকুল, কী তোমাল লীলেখেলা ! ভূ-ভালতে এমন সাধু কেউ ছ্যাখে নাই গো, এমনটি আর কেউ ছ্যাখে নাই।

অরুণ। অল্‌রাইট্‌, ভেরি গুড্‌, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্‌ ! আচ্ছা, এবার তুই তোর জায়গায় চলে যা ঝুনু।

ঝুনু। (নিজের স্বাভাবিক গলায়) মুখের এইসব কালিঝুলি সব উঠবে তো ?

অরুণ। আরে উঠবে, উঠবে। ঘাবড়াচ্ছিস কেন? যা লুকোগে যা।

[ঝুন্নু আড়ালে চলে গেল।]

অরুণ। বুল্টু!

[মাড়োয়ারি প্রৌঢ় লোকের ছদ্মবেশে বুল্টু এসে ঢুকল।]

বুল্টু। রাম রাম বোড়োদাদা,—হালচাল সোব্ কুছ্ আচ্ছা আছেন তো? সন্সার কারবার সোব্ স্মুথ্লি রানিং হচ্ছেন তো? —সিয়ারাম সিয়ারাম,—রামজীকা কিরপা সে!

অরুণ। গুড্। পার্ট পূরো মুখস্থ?

বুল্টু। ঠোঁটস্থ।

অরুণ। বেশ, চলে যা তোর জায়গায়।

[বুল্টু আড়ালে চলে গেল]

অরুণ। বিজু!

[সাধুর চেলার ছদ্মবেশে বিজু ঢুকল। পরনে তার লাল চেলির ধুতি। গায়ে ঐ রঙেরই একটা চাদর। পায়ে কাঠের খড়ম। হাতে একটা কমণ্ডলু।]

বিজু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু।—অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং। তৎপদং দর্শিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অরুণ। ফুল্মার্ক! যাও।

[বিজু আড়ালে চলে গেল।]

অরুণ। রুণু-উ!

[মাথায় জটা; পরণে বাঘছাল; গলায়, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা; হাতে ত্রিশূল; কপালে মস্তবড় রক্তচন্দনের ফোঁটা; দাড়ি গোঁফে মুখের অর্ধেকটা ঢাকা;—বেরিয়ে এল রুণু ভীষণ-দর্শন এক সন্ন্যাসীর বেশে।]

রুণু। ব্যোম্ কালী, ব্যোম্ কালী, ব্যোম্ কালী! মা, তারা, ব্রহ্মময়ী, মুণ্ডমালিনী, খড়্গধারিণী মা গো।—হ্রীং, ক্রীং, ছট্!

অরুণ। ভেরি ভেরি গুড্! সাবাস্ রুণু! সারাক্ষণ এই ভাবটা বজায় থাকা চাই কিন্তু!—সাবাস্!

রুণু। (নিজের স্বাভাবিক গলায়) কই, বলেছিলে লজেন্স দেবে;—দাও!

অরুণ। এই নে।

[পাঞ্জাবির পকেট থেকে কাগজের ঠোঙা বের করে তার থেকে রুণুর হাতে লজেন্স দিতেই হৈ-হৈ করে ঘিরে ধরল সবাই অরুণকে। সবাই হাত পেতে বলল,—'আমাকে, আমাকে, আমাকে!'—সকলের হাতে একটা করে লজেন্স দিয়ে অরুণ বলল,—]

অরুণ। আর একটুও দেরি নয়। বি কুইক্, কুইক্!—যে যার জায়গায় গিয়ে রেডি হয়ে থাকো। বংশীবদনবাবু এইদিকেই আসছেন!

[সবাই কেউ এদিকে কেউ ওদিকে চলে গেল ছুটে। এমনকি 'অরুণও। কেবল মাত্র তুলে রইল একা। সে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড বড় হাঁ করে করে হাওয়া খাওয়ার ভঙ্গি করতে লাগল।

এমন সময় বংশীবদন এসে ঢুকলেন ' '

বংশীবদন। জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণা সাগর॥
জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি॥
কৃষ্ণ নাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে।
বৃথাই মনুষ্য জন্ম যায় দিনে দিনে
না ভজিলাম—

আরে! তুলে! তুই!—এখানে একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমন বিট্‌কেল হাঁ করে-করে কী করছিস রে?

তুলে। হাওয়া খাচ্ছি দাদু, হাওয়া। সকালবেলার নদীর ধারের খোলা হাওয়া। বিশুদ্ধ, টাট্‌কা,—একটি পয়সাও দাম নেই। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে ক্ষিধে পায় তো,—তাই—

বংশী। কেন? ক্ষিধে পায় কেন? সন্ধে সাতটার সময় পেট ভরে দু-খানা রুটি আর গুড় খাওয়ার পরেও পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে তোমার ক্ষিধে পায় কেন তুলু ভাই? এ তো ভাল

কথা নয়। নিশ্চয়ই তোমার স্বাস্থ্যের কোথাও কোনও অবনতি ঘটেছে।

লে। সেইজন্যেই তো সকালবেলা নদীর ধারের হাওয়া খেয়ে পেটের জ্বালা মেটাচ্ছি দাদু।

ংশী। বড় ভাল কথা, বড় ভাল কথা। খাবি, খাবি। নদীর বিশুদ্ধ হাওয়া রোজ সকালে এসে এমনি পেট ভরে খাবি।—এ হচ্ছে তোমার গিয়ে ঐ হাঁসের ডিম, পাঁঠার মাংসর চেয়েও উপকারী। রোজ যদি এমনভাবে পেট ভরে হাওয়া খেতে পারিস দাদু,—তাহলে ধর্ ঐ বাসাতা খেতে হবে না, খুদ-সেদ্ধ খেতে হবে না,—মানে, ঘরে লক্ষ্মী অচলা হবেন।

লে। কিন্তু দাদু, নদীর ধারের হাওয়া খেলে ক্ষিদে যে আরও বেড়ে যায়!

ংশী। বাড়ে না, বাড়ে না;—মনে হয়। মনের ভুল। মনে হবে যেন ক্ষিধে পাচ্ছে, কিন্তু সেটা ক্ষিধে নয়,—দুষ্টু-ক্ষিধে। ঐ ক্ষিধেতে উপোস দেবে।

লে। উপোস?

ংশী। হ্যাঁ,—উপোস দেবে। দিলেই দেখবে,—শরীরে মত্ত মাতঙ্গের বল!—তা যাই হোক, ভাল করে হাওয়া খেয়ে নাও দুলুভাই।—আজ তাহলে তোমার ভাতের চালটা আদ্ধেক নেব,—কি বলো?

[ঠিক এমনি সময় মাড়োয়ারি ও বুড়ো গোয়ালার ছদ্মবেশে যথাক্রমে বুল্টু ও ঝুন্টু ঢুকল।]

বুল্টু। আরে বুড্‌ঢা বাবা, সে হামি যা দেখলো, সে কী বলবে! হামার গায়ের লোমগুলান্ সব খাড়া হইয়ে গেলো। জীওন্‌টা হামার আজ সফল হইয়ে গেলো বুড্‌ঢা বাবা!

ঝুনু। আমালও বাবু।—জন্মো সাত্থক্ হল। (কাশি) সাধু সন্নেসী ঢেল দেখেছি বাবু,—কিন্তুক্ এমন সব্বজ্ঞ তিনকালদস্তি সাধু এল্ আগে কখনও দেখিনি!—(কপালে হাত ঠেকিয়ে) জয় বাবা তালকনাথ, জয় বাবা তালকনাথ!

বুল্টু। এহি সাধুর সাথে হামার পর্‌থম্ মোলাকাৎ হোইয়েছিল গুজ্‌রাট্‌মে।

ঝুনু। গুজ্‌লাত্‌,—ও বাবা, সে তো সাতস্মুদ্দুল তেল নদী পালের দেশ গো শেঠ্‌জী!

বুল্টু। নেহি নেহি বুড্‌ঢা বাবা, সাত সমুন্দর পার কেনো হোবে? হমার দেশ রাজস্থান,—উস্‌সে আঁউর থোড়া পচিম্ গুজ্‌রাট্।

ঝুনু। মানে আমাদেল বদ্ধমানের ইদিক্-উদিক্। বুঝিছি, বুঝিছি।

বুল্টু। দেখেন কোথা-বার্তা! বরধ্‌মান কোথা হলেন, আর গুজরাট্ কোথা হলেন! জয় রামজী!—গুজ্‌রাট্ বহোৎ দূর।

ঝুনু। এই যে খোকা,—কি নাম তোমার বাবা?

ছলু। আজ্ঞে ছলু।

ঝুনু। বাঃ, বেশ নাম, সুন্দল্ নাম! তা বাবা, গুজলাত্‌টা কোথায় একটু বুঝিয়ে দাও তো আমায়।

ছলু। গুজরাট্? গুজ্‌রাট্?—গুজরাট্ হচ্ছে গিয়ে ঐ, মানে, উড়িষ্যার, মানে, আসামের ধারে যে খাসিয়া-জয়ন্তীয়া পাহাড়,…

বুল্টু। এ খোঁকা,—কী সব আল্তু-ফাল্তু বাৎ তুম্হি বল্ছে ? তুম্হি স্কুল্মেঁপঢ়া-লিখা করছে না ?

ঢুলু। কোত্থেকে করব ? দাদু কি। ইস্কুলের মাইনে দেয় ? বই কিনে দেয় ?

ঝুনু। ছিঃ ছিঃ ছিঃ বাবুমশাই,—নিজের্ নাতিকে আপনি বই কিনে দেন না ? এ যে ঘেন্নার কথা, লজ্জার কথা গো বাবুমশাই ! আমাদের গেরামে এমন কাজ করলে লোকে গায়ে থুথু দেয় যে গো, মুখ ছ্যাখে না যে গো !—এই দেখুন দিকি শেঠজীবাবু,— সকালবেলা এমন অযাত্তারার মুখ দেখলুম —দিনটা ভালয় ভালয় কাটলে বাঁচি !

বংশী। কে হে তুমি ?—ভিন্ গাঁয়ের লোক হয়ে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছ ?

বুল্টু। আরে আসেন বুড্ঢাবাবা, চলিয়ে আসেন !—এইসব ঝট্তি-পট্তি খারাব্ আদমির সাথেঁ কোথা বলিয়ে কেনো সময় নষ্ট করতে আছেন ? এখন টিশন্ পৌঁছুছতে হোবে। চোলেন।—

ঝুনু। দিনটা ভাল গেলে বাঁচি !

বুল্টু। আরে কেন না যাবে।—কেত্তো বোড়ো সাধুর দর্শন করিয়ে এলেন, সেইঠো কেবল ভাবেন। আজকের দিন কী বলছেন ? আপনার হমার সারা জীওন্ ধন্য হইয়ে গেলো।

ঝুনু। তা সত্যি !—জয় বাবা তালকনাথ ! যে মহাপুরুষকে দেখে এলুম ! আহা !—আমার সব পাপ ধুয়ে গেল। চলুন শেঠজী।

বুল্টু। (চলতে চলতে) তো জানেন বুড্ঢাবাবা,—এহি সাধুর সাথে হমার পর্থম্ মোলাকাৎ হইয়েছিল পন্দ্রা বরষ্ আগে। সে

কী বলবে বুড্ঢাবাবা, তেখন সাধুবাবা ছিলেন তালগাছ মাফিক্ এত্না লম্বা! আওর কাল্ রাত্কো দেখলো কি যে সাধুবাবা একদম দশ-বারা বরস্ ওমরকা লেড়কা কা মাফিক্ হইয়ে গিয়েসেন!—ক্যায়া তাজ্জব!

ঝুনু। আলে তাজ্জবের কথা আল্ কি বলছ গো শেঠজী!—আমাল্ বুধি গাইটা, বুঝলে কিনা, (কাশি)····· তা' সে বুধি গাইটা তিনমাস যাবৎ নিখোঁজ। কত থানা পুলিশ কন্নু, কত খোঁজাখুঁজি কন্নু, কত বাটিচালা হাতচালা কন্নু, কত গণকঠাকুরকে দিয়ে হাত গোণানুল—কোনও হদিস হল নি। তারপর আমাদেল কাল্না-কাটোয়ার তিনকলিল কাছ থেকে এই সাধুর কথা শুনে ছুট্তে ছুট্তে সাধুল কাছে গিয়ে কেঁদে বললুম,—বাবা গো, বুধিল দুধেল ক্ষীলটুকু খেতে না পেলে আপিংখোল বুলো আমি এই বিলেশী বছল বয়েসে অপঘাতে মলে যাব বাবা! আমাল বুধিটাকে তুমি ফিলিয়ে দাও বাবা!

বুল্টু। সাধুজী কী বললেন?

ঝুনু। কিছু বললেন না তো, আমাল প্লাল্থনা শুনে শুধু আমাল হাতে দিলেন একটু ধুলোপলা। সাধুল যে চ্যালা, তিনি বললেন বাল্লি গিয়ে ঐ ধুলোটা চোখ বুজে খেয়ে ফেলবেন।

বংশী। (এগিয়ে এসে) তারপর কী হল দাদা?

ঝুনু। আঃ সলে যাও, সলে যাও! তোমাল মুখ দেখাও পাপ! —তা জানো শেঠজী, বালিল দাওয়ায় ব'সে যেই না ধুলো মুখে দিয়েছি, অমনি কিনা, চার ঠ্যাঙে খটাখট্ আওয়াজ তুলে বুধি

আমাল হাম্বা-হাম্বা কলতে কলতে হাজিল !—জয় বাবা, জয় বাবা তালকনাথ !

বুল্টু। জয় শিউশঙ্কর।—আভি হমার কথাটা তোবে শুনেন বুড্ঢা-বাবা। গুজরাট্‌মে সাধুর সাথে যেখন হমার দেখা হইল,—হামি সাধুর গোড় পাকড়ে ধোরে বললো কি যে,—বাবা, হমার ঘিউকা কারবার লোকসান হইয়ে গেসে, রূপাইয়া কামাতে পারছে না। কোন্ ব্যবসা সুরু করলে হমার পয়সা কৌড়ি হোবে বাৎলিয়ে দিন বাবা,—হামি আপনার জন্য চাঁদিকা তির্‌শূল্ বানায়ে দিবে।—তো শুনে বাবা বললেন কি যে, তিন রোজ বাদ্ স্বপন্‌মে ব্যাওসাকা নাম মালুম পেয়ে যাবি।

বংশী। তা সত্যিসত্যিই স্বপ্নের মধ্যে ব্যবসার নাম পেয়ে গেলেন ?

বুল্টু। নিশ্চয় ! সাধুজীকা বাৎ কভি মিথ্যা হইতে পারে মোশা ? স্বপন্‌মে ব্যাওসাকা নাম মিলে গেল। ওহি ব্যাওসা লাগিয়ে দিলাম। ব্যস্ ! ছে-মাহিনার মধ্যে একদম কড়োরপতি বনিয়ে গেলাম।

ঝুমু। জয় জয় বাবা তারকনাথ ! কী তোমাল লীলেখেলা ! পাপী তাপীর মঙ্গল কলো বাবা !

বুল্টু। তো জানো বুড্ঢাবাবা, যব্ শুনতে পেল কি যে বাবা সিরিফ্ দো রোজকে লিয়ে এহি আস্থান্ পর্ উদয় হইয়েসেন,—তো ছুটে আসিয়ে বাবার পায়ে পান্‌শো রূপাইয়া ভেট্ চড়ালো।

ঝুমু। জয় জয় বাবা তালকনাথ !

বুল্টু। জয় শিউশঙ্কর ! জয় রামজীকি !

বংশী। তা' হ্যাঁ দাদা,—সেই সাধু কোথায় আস্তানা পেতেছেন গো ?

ঝুনু। শোনো কথা ! লোকটার কথা শুনলে অঙ্গ যেন জ্বালা কলে ! এ কেমনধালা হালহাভাতে উন্‌চুট্টে মানুষ গো !—এই টাউনের নোক হয়েও এখনও সাধুর কথা তোমাল কানে আসেনি ? অমন কান কেটে ফ্যালো ! কচ্‌কচ্‌ কোলে কান দুটো কেটে ফ্যালো !

বুল্‌টু। পাপী, পাপী,—বুঝলেন না বুড্‌ঢাবাবা,—লিশ্চয় পাপী আছে, ওহি জন্য আভিতক্‌ সাধুজীকা খবর মিলে নাই ! চলেন বুড্‌ঢা-বাবা, চলেন,—টিশন পোঁহুছ্‌তে পোঁহুছ্‌তে ট্রেন ছুটে যাবে।

বংশী। সাধুর ঠিকানাটা···

ঝুনু। আঃ, সলে যাও, সলে যাও ! তোমাল মুখ দেখাও পাপ ! (কপালে হাত ঠেকিয়ে) জয় বাবা তালকনাথ ! কজ্জি সিদ্ধি কলো বাবা !

বুল্‌টু ! জয় শঙ্করজী ভোলানাথ ! মন্‌কামনা পূরন্‌ করিয়ে দাও বাবা !

[ঝুনু ও বুল্‌টুব প্রস্থান

বংশী। ও দুলে, দুলে রে,—দুলু ভাই আমার,—এখানে কোথায় নতুন সাধু এসেছেন জানিস না কি তুই কিছু ?

দুলু। উঁহু, আমি কেমন করে জানব ?···

বংশী। দ্যাখ্‌ দিকিনি, কী জ্বালা, য়্যাঁ ?—আমাদের এই টাউনের ধারে এমন একজন সাধু এলেন,—ভিন্‌ দেশ থেকে কতোজন এসে সাধুর পায়ের ধুলো নিয়ে গেল,—আর এই টাউনে বাস করেও আমি কিনা তাঁর আস্তানার ঠিকানাটাও জানতে পারলুম না !

[এমনি সময় কথা বলতে বলতে ঢুকল হেবো, নিতাই আর অরুণ।]

অরুণ। আহা, অপূর্ব ! অপূর্ব ! সত্যি,—মহাপুরুষ যাকে বলে !—হেবো তুই কাল গেলি না দেখতে,—কী যে হারালি, সে আর কি বলব ! ঐ নিতাইকেই জিজ্ঞেস কর্ না !

হেবো। খুব অদ্ভুত সাধু বুঝি রে নিতাই ?

নিতাই। অদ্ভুত মানে ! ওআণ্ডারফুল !—অলৌকিক ব্যাপার একেবারে !

অরুণ। একেই বলে ত্রিকালদর্শী সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ ! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না !

নিতাই। অথচ মাথায় কতটুকু, য়্যাঁ ? বড়জোর আমাদের রুণুর মতন লম্বা হবেন সাধুবাবা !

অরুণ। অথচ বয়েসটা কত জানিস হেবো ?

হেবো। কতো বড়দা ?

অরুণ। পৌনে পাঁচশো বছর। পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে হারিয়ে দিয়ে বাবর যখন দিল্লীর সিংহাসন দখল করলেন তখন সাধুজীর বয়স প্রায় আটত্রিশ বছর। তাহলেই হিসেব করে ছ্যাখ্। সোজা হিসেব। এর মধ্যে তো আর লুকোচুরি কিছু নেই !

হেবো। ওরেব্ বাবা !

বংশী। কি রে নিতাই ? কার কথা বলছিস রে ? কী কথা বলছিস রে ?

নিতাই। না, ও কিছু না।—হ্যাঁ, তারপর কী যেন কথা হচ্ছিল?

হেবো। ঐ সাধুর কথা।

অরুণ। হ্যাঁ।—যদি দেখবার ইচ্ছে থাকে তো আজকের মধ্যেই যখন হোক গিয়ে দেখা করে আয় হেবো। কেননা, উনি এই আজকের রাতটুকুই যা এখানে আছেন। কাল আর থাকছেন না।

বংশী। কে এক নতুন সাধু এসেছেন, তাঁর কথা বলছ বুঝি তোমরা?

অরুণ। হ্যাঁ,—একেই বলে ক্ষমতা! একেই বলে মন্ত্রবল!—আমাদের কলকাতার মশলার দোকানের বনমালী লটারিতে যে কর্‌করে বিয়াল্লিশটি হাজার টাকা পেল,—সে কার জন্যে?

বংশী। কার জন্যে? কার জন্যে বাবা? য়্যাঁ! বিয়াল্লিশ হাজার! বিয়াল্লিশের পিছনে তিনটে শূন্যি!—বল কি বাবা?

অরুণ। আজ্ঞে হ্যাঁ।—কিন্তু আপনাকে ঠিক তো—

ছুলে। উনি আমার দাদু হন অরুণদা।

অরুণ। ওঃ, আপনিই বুঝি সেই দানবীর বংশীবদনবাবু?

বংশী। হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ।

অরুণ। পায়ের ধুলো দিন! আমি হচ্ছি ঝুনু-রুণুর পিসতুতো দাদা।

[প্রণাম করতে গেল।]

বংশী। থাক্, থাক্ বাবা। প্রণাম-ট্রনাম এখন থাক্। তুমি ঐ বনমালী না কার কথা বলছিলে যেন?

অরুণ। ঐ সাধু যখন কলকাতায় গেছলেন,—বনমালীর হাত দেখে বলে দিয়েছিলেন যে, অমুক মাসের অমুখ তারিখে লটারির টিকিট কিনলে ফার্স্ট প্রাইজ একেবারে বাঁধা।

বংশী। তাই হল ?

অরুণ। হল বলে হল !—কর্‌করে বিয়াল্লিশটি হাজার ! বনমালী এখন বিগ্ ম্যান্। নিজের মোটর গাড়িতে চড়ে হাওয়া খেতে বেরোয়।

বংশী। ও দাদা নিতাই, ও দাদা হেবো, ও ভাই নতুন ছেলে,—বল না বাবা, সেই সন্নেসীঠাকুর কোথায় এসে ডেরা পেতেছেন ? কোথায় তিনি আস্তানা গেড়েছেন বল না বাবা ?

অরুণ। উনি তো এক জায়গায় থাকেন না ;—আজ এখানে, কাল সেখানে। আজ যদি থাকলেন মাদুরায়,—কাল চলে যাবেন মাদ্রিদে। আজ তাঁকে দেখলেন তালগাছের মত লম্বা,—কাল দেখা গেল বেগুনগাছে আঁকশি দিচ্ছেন। কাল উনি আস্তানা গেড়েছিলেন শ্মশানের ধারে;—আর আজ শুনলুম,—জায়গাটা ঠিক বুঝিয়ে দে না নিতাই ; আমি আবার তোদের এখানকার পথঘাট তো তেমন চিনি না।

বংশী। বল্ না দাদা নিতাইচাঁদ,—বল্ না দাদা ! তোকে ছ' নয়া পয়সার বড় বাতাসা খাওয়াবো !

নিতাই। আমাদের টাউনের ধারে পুব-পাড়ার পেছনে যে আশ-শ্যাওড়ার বন—?

বংশী। হ্যাঁ, হ্যাঁ। মজা দিঘির পেছনটায় ?

নিতাই। হুঁ।

বংশী। ও বাবা, সেখানে তো দিনমানেও রোদ ঢোকে না গো !

নিতাই। হ্যাঁ। শুনলুম, আজ সন্ধের পর সেইখানেই ধ্যানে বসবেন সাধুবাবা।

অরুণ। কিন্তু অন্ধকার হবার আগে যেন সে জায়গার মুখো হবেন না।

বংশী। কেন? কেন?

অরুণ। ভস্ম!—দিনের বেলায় তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হলেই ভস্ম! শ'দুই বছর আগে লর্ড ক্লাইভের বন্ধু এক লালমুখো ইংরেজ সাহেব দুপুরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সাধুজীর সামনে। ব্যস্,—সাধু চোখ খুলে তাকাতেই সাহেব পুড়ে একেবারে ছাই!—সেই ছাই যখন পাঠিয়ে দেওয়া হল লর্ড ক্লাইভের কাছে, তখন তাঁর সে কী কান্না!

নিতাই। তা আপনি এত কথা জানতে চাইছেন কেন বংশীদাদু? আপনি কি দেখা করবেন নাকি? তাহলে আমাদের এই হেবোটাকেও একটু সঙ্গে নিয়ে যাবেন দাদু। ও বেচারার দেখা হয় নি।

বংশী। না, না, না। আমি যাব-টাব না। এমনি শুধোচ্ছিলুম। আমার পয়সাকড়ির লোভ-টোভ নেই বাপু! জীবন হল পদ্মপত্রে নীর;—দু-দিনের মায়ার খেলা। টাকাকড়ির মূল্য কতটুকু?—আচ্ছা, চলি দাদুরা, চলি। দুলে, যাবি নাকি বাড়িতে?

দুলে। আমি একটু পরে যাচ্ছি দাদু। তুমি এগোও ততক্ষণ।

[বংশীবদনের প্রস্থান]

হেবো। কী গো বড়দা,—যাবে না বলে গেল যে গো!

অরুণ। বুড়োর ঘাড় যাবে!

নিতাই। টোপ্ গিলবে তো ঠিক?

অরুণ। আরে, গিলবে মানে? গিলেছে। অল্‌রেডি গিলে ফেলেছে। বঁড়শীর কাঁটা গলায় গিয়ে আটকেছে। এখন শুধু একটু খেলিয়ে তোলা।—দেখিস সন্ধের পর গিয়ে ঠিক হাজির হবে।—এখন চল্‌, ওদিকে সব গুছিয়ে-টুছিয়ে ফেলিগে।

[সকলের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[সন্ধ্যার অন্ধকার। জঙ্গল। একটা ঝুরিওলা পুরোনো বটগাছের তলায় ধুনি-টুনি সাজিয়ে চোখ বুজে ধ্যানে বসে আছে সাধুবেশী রুণু—এমন সময় ভয়ে ভয়ে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বংশীবদনের প্রবেশ।]

বংশী। উঃ, কী অন্ধকার রে বাবা! আর তেমনি মশা চারিদিকে। সাপখোপে ছোবল মারলেই হয়েছে আর কি!—ঐ যে বাবা এখন ধ্যানস্থ আছেন দেখছি।—উঃ, সারা পথটা কি করেই যে এসেছি, তা শুধু আমিই জানি! ভালই হয়েছে, আজ আর এখানে অন্য কেউ আসেনি। বাবাকে ধরে আজ অনেক কিছু আদায় করে নিতে হবে।—(সাধুবেশী রুণুর সামনা সামনি হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসে বংশীবদন বলতে লাগলেন) 'বাবা, বাবা গো, চোখ মেলে ছ্যাখো, তোমার অধম সন্তান আজ তোমার পায়ে এসে পড়েছে! দয়া করে চোখ মেলে আমার দিকে একটু কৃপা-দৃষ্টিতে তাকাও প্রভু!

রুণু। (চোখ বুজে) চোখ আমায় চাইতে হয় না রে পাষণ্ড! তোর মতো পাপী নরকের কীটের গায়ের গন্ধ আমি দশ মাইল দূর থেকেই টের পেয়েছি। তোর মতন কেপ্‌পন আর ভণ্ড না হলে এই সময় একা এসে আমার ধ্যান ভঙ্গ করতে সাহস হয়? যা বেরিয়ে যা পাষণ্ড, এই পবিত্র স্থান থেকে!

বংশী। না বুঝে অপরাধ করে ফেলেছি বাবা! তোমার চেয়ে আমি সওয়া চারশো বছরেরও বেশি ছোট বাবা! আমাকে ক্ষমা করো বাবা! এই তোমার দুটি পায়ে ধরছি বাবা!

[হাত বাড়িয়ে পা ছুঁতে গেলেন। রুণু ধড়মড় ক'রে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল,—]

রুণু। খবরদার, ছুঁসনে, ছুঁসনে বলছি নরকের কীট! কিছুক্ষণ আগেই তিন কোষা নররক্তে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে এসে ধ্যানে বসেছি। তোর ছোঁয়ায় দেহ অপবিত্র হলে নররক্ত এখন পাব কোথায় রে হতভাগা! অবিশ্যি তুই সামনে আছিস!

বংশী। ওরে বাবা রে,—রক্ষে কর বাবা! আমাকে মেরে ফেলো না!

রুণু। (বসল) ভয় নেই, তোকে প্রাণহীন করব না। কারণ, তোর মতন পাষণ্ডের রক্তে কোনও সৎকাজ হবে না।—যা, যা, চলে যা এখান থেকে। আমাকে ধ্যান করতে দে।

বংশী। আমার ওপর তোমার এত রাগ কেন বাবা?

রুণু। রাগ?—হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ!—ক্রিমির ওপর রাগ? কেঁচোর ওপর রাগ?—হাঃ! হাঃ! হাঃ!—বল্ ঘৃণা, ঘৃণা। আঁস্তাকুড়ের মতন তোকে আমি ঘৃণা করি!

বংশী। কেন? কেন প্রভু? কেন এত ঘৃণা?

রুণু। (ধমক দিয়ে) কেন?

বংশী। হ্যাঁ বাবা!

রুণু। তোর একটা নাতি আছে?

বংশী। হ্যাঁ বাবা।

রুণু। তার নামের আদ্যাক্ষর দ?

বংশী। একেবারে ঠিক বলেছ বাবা, তার নাম দুলে।

রুণু। আর তোর নাম?

বংশী। বংশী বাবা, বংশী।

রুণু। বংশী নয়, বংশ। তুই হলি ঘুণধরা ফাটা বাঁশ।

বংশী। তাই বাবা, আমি তাই,—ছাগল, গোরু, গাধা, বাঁদর,—তোমার যা বলে ইচ্ছে ডাকো বাবা আমায়।

রুণু। নাতিটাকে দু-বেলা পেট ভরে খেতে দিস না কেন রে পাষণ্ড?

বংশী। দোব বাবা, দোব। এবার থেকে ঠিক দোব।

রুণু। মা মহামায়া নৃমুণ্ডমালিনী কালীর নামে প্রতিজ্ঞা করছিস?

বংশী। করছি বাবা।

রুণু। যা, তাহলে এযাত্রা বেঁচে গেলি।—তোর প্রাণ আর হরণ করব না। দূর হয়ে যা আমার সুমুখ থেকে! আমাকে ধ্যান করতে দে।

[রুণু আবার চোখ বুজে ধ্যানের ভঙ্গিতে নিশ্চল হয়ে বসল! এবং ঠিক সেই সময় সাধুর চেলার ছদ্মবেশে বিজু এসে ঢুকল।]

বিজু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু!

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

বংশী। তুমি কে বাবা?

বিজু। আমি বাবার চেলা। তোমার কী চাই?

বংশী। আমি অতি হতভাগ্য বাবা;—তা না হলে প্রত্যেকবার নগদ টাকা দিয়ে লটারির টিকিট কিনছি,—অথচ একবারও আমার ভাগ্যে একটাও পেরাইজ উঠল না বাবা! চেলা-মহারাজ, তোমার গুরুকে বলে আমার একটা উপায় করে দাও বাবা কবে, কোন্ তারিখে, কোন্ লটারির টিকিট কিনলে টাকা উঠবে, বলে দাও বাবা!

বিজু। না।

বংশী। না কেন বাবা? কলকাতার মশলার দোকানের কোন্ এক বনমালীকে তো বলে দিয়েছিলে বাবা!

বিজু। বনমালী সৎ লোক। কিপ্‌টেদের টাকা পাওয়ার উপায় বাৎলে দেওয়া বাবার নিষেধ।

বংশী। একটু দয়া কর চেলা-মহারাজ!—তার জন্যে যদি বাবার পায়ে কিছু টাকার ভেট চড়াতে হয়, তাতেও আমি রাজি আছি বাবা।

[রুণু আবার ধ্যানের আসন ছেড়ে রেগে দাঁড়িয়ে পড়ল।]

রুণু। না, আর পারলেম না, আর পারলেম না!—তুই কিনা আমাকে টাকার প্রলোভন দেখাতে সাহস করিস?—এত বড় স্পর্দ্ধা তোর! এতবড় পাষণ্ড তুই! ওরে নরকের কীট—

বংশী। না বুঝে আবার অপরাধ করে ফেলেছি বাবা।—ও চেলা-মহারাজ, তোমার গুরুকে এবারটার মতন আমাকে ক্ষমা করতে বল বাবা!

বিজু। উনি ক্ষমার অবতার। ক্ষমা তোমাকে উনি অনেক আগেই করে ফেলেছেন। নৈলে এতক্ষণে তুমি বাবার ক্রোধাগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে।—উনি দপ্ করে যেমন রেগে ওঠেন, ঝপ্ করে তেমনি আবার ঠাণ্ডা জলও হয়ে যান।—জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু!

[সঙ্গে সঙ্গে কণু ঝপ করে বসে পড়ে চোখ বুজে আবার ধ্যানের ভঙ্গি করল। সেইসঙ্গে মুখে একটা ক্ষমাসুন্দর হাসি ফুটিয়ে তুলল।]

বংশী উনি কি ক্ষমা করেছেন?

বিজু দেখতে পাচ্ছ না, বাবার মুখে সুন্দর স্বর্গীয় হাসির চিহ্ন?

বংশী। তাহলে,—তাহলে ও চেলা-মহারাজ,—এবার তোমার গুরুকে বলে আমার উপকারটা করে দাও বাবা!

বিজু। বাবা,—গুরুদেব,—এই বংশীবদন এসেছে লটারির টিকিট কাটার তারিখটা জানতে। তাকে দয়া করে তারিখটা কি বলে দেবে বাবা?

কণু। (হুঙ্কার দিয়ে উঠে) না!

বিজু। বড্ড কেঁদে পড়েছে বাবা। কৃপাময় তুমি, দয়াময় তুমি, এবারটার মতো মানুষটাকে নাহয় তুমি দয়া করলেই গুরুদেব।

কণু। (আবার হুঙ্কার) মানুষ? মানুষ তুই কাকে বলছিস রে ঘটঘটানন্দ?

বিজু। এবার থেকে ও মানুষ হবার চেষ্টা করবে বলছে গুরুদেব।

রুণু। তা তো হল। কিন্তু ঐ যে অরুণ আর নিতাই বলে গু পবিত্র সুকুমারমতি বালক কাল ঘোর রাত্রে শ্মশানের ধারে ওদের ক্লাবের ছেলেদের মাঠে একজোড়া গোলপোস্ট, আর ছোট মেয়েদের একটা দোলনার জন্যে মাত্র দুশোটা টাকা চ. তাদের কথাটা ভেবেছিস?- আমার নৃমুণ্ডমালিনী মায়ের থেকে আমি একবারের বেশি দু-বার তো আর আজকে চাইতে পারব না। দিনে মায়ের কাছে আমি যে মাত্র একটি চাই, তা তো তুই জানিস।

বিজু। আজ্ঞে সেকথা তো ঠিক গুরুদেব।

রুণু। তা সেই ফুলের মতো নিষ্পাপ সরল বালক-বালিকাদের কথাটা আগে ভাবব, না এই খেঁকুরে বুড়ো পাষণ্ডটার কথা আগে ভাবব?—আমার শ্যামামায়ের কাছে আমাকে যদি আজ কিছু চাইতেই হয়, তাহলে ঐ……

বংশী। বাবা গো,—সরল নিষ্পাপ বালক-বালিকাদের কথা তোমাকে একটুও ভাবতে হবে না বাবা! এই নাও বাবা,— তাদের গোলপোস্ট আর দোলনার দুশো টাকা আমি এখনই তোমার পায়ের কাছে রেখে দিচ্ছি বাবা! দুশো কেন, আড়াই শোই রাখছি।

[বংশীবদন নিজের ট্র্যাক থেকে নোটের গো বের করে রাখল। তারপর বলল,—]

বংশী। এবার তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে শুধু আমার কথাটাই তোমার শ্যা মায়ের কাছে পেশ্ করো বাবা।